৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২৬ শ্রাবণ – ৩২ শ্রাবণ, ১৪৩০ ঃ ১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 43, 12 August - 18 August, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোর বেলায় বাবার হাত ধরে স্কুলে পৌঁছবার

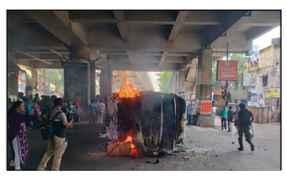

সময় জলের গাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যু হল বড়িশা স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সাত বছরের সৌরনীল সরকারের। জনরোষ আছড়ে পড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে।

রবিবার : কেন্দ্রীয় বরাদ্দে চলা প্রকল্পগুলির কি নাম বদলে যাচ্ছে

রাজ্যে রাজ্যে। প্রয়োগ পদ্ধতি ঠিক মত চলছে কি। যাচাই করতে নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য একে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলছে।

সোমবার : প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ তুলে দিয়ে হলুদ ট্যাক্সির জন্য

পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রী সাথী অ্যাপ চালু করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রযুক্তিগত জটিলতায় সেই পরীক্ষা ব্যর্থ হতে চলেছে। অভিযোগ উঠেছে অ্যাপ চালুর আগে ট্যাক্সিচালকদের মতমত না নেওয়ার।

মঙ্গলবার : স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে এর আগে গ্রেফতার

হয়েছেন মন্ত্রী, আমলা থেকে নেতা। এই প্রথম ধরা পড়লেন পয়সা দিয়ে চাকরি পাওয়া চার শিক্ষক।

বুধবার : গত আর্থিক বছরের সিএজি রিপোর্টে রেলের আর্থিক

অনটনের কথা। মেট্রো থেকে সাধারণ রেল সবেতেই বাড়ছে ঘাটতি। সামাল দিতে যাত্রী ভাড়ায় বিপুল পরিমান ভর্তুকি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতিতে ২০২৬ সাল থেকে

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে দুটি সেমিস্টারে ভেঙে দিতে চলেছে শিক্ষা মন্ত্রক। একটি হবে ওএমআর সিটে মাল্টিপিল চয়েসে আর অন্যটি হলে দেওয়া উত্তরপত্রে।

শুক্রবার : বাংলার প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর স্বপ্ন চুরমার

হয়ে গেল। দেশের প্রথম সারিতে থাকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে। হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল তার। অভিযোগ উঠেছে রাগিংয়ের।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চাকরির নামে অবিরত প্রচার বাড়াচ্ছে ধন্দ

ওঙ্কার মিত্র

এতদিন বেকারত্বের জ্বালা ছিল, এখন জ্বালা ধরাচ্ছে চাকরি দেবার খবর। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রায়ই ঘোষণা করে থাকে তারা নাকি ভুরি ভুরি কাজের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। কিন্তু সে কাজ কে পাচ্ছে, কিভাবে পাচ্ছে তা ভেবেই গলদঘর্ম বাঙালি। প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যে রাজ্যে রোজগার মেলা করে নাকি চাকরি দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে ষষ্ঠ পর্বে অনুষ্ঠিত মেলায় সারা দেশে ৪৪ টি স্থানে অনলাইনে ৭০ হাজার বেকারকে গত ২২ জুলাই চাকরি বিতরণ করেছেন বলে খবর বেরিয়েছে। সপ্তম পর্বে ২৩টি রাজ্যে আরও কয়েক হাজার চাকরি বিলি হবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। এ খবর নিঃসন্দেহে উৎসাহ উদ্দীপক। কিন্তু কি কাজ, কাকে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও হোম গার্ড, সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশকে চাকরিতে হিসাব করে বিপুল কর্মসংস্থানের কথা বলেন। বাঙালির মনে প্রশ্ন জাগে তবে চাকরির সংজ্ঞা কি? সরকারি পদে নির্দিষ্ট স্কেলে যোগদান নাকি দৈনিক মজুরির কাজ, কোনটাকে চাকরি বলে বিবেচনা করা হবে, নির্দিষ্ট করে বলে দিক সরকার।

কয়েকদিন আগে রাজ্য মন্ত্রীসভা পুলিশ কনস্টেবল, ক্লার্ক, হেলথ অফিসার প্রভৃতি কয়েক হাজার পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে তার প্রক্রিয়া কবে চালু হবে তা নিয়ে রয়েছে ধন্দ। তবে কোনো সরকারই বর্তমানে কত পদ খালি রয়েছে তার হিসাব দিতে রাজি নয়। অবশ্য কয়েকদিন আগে সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার শূন্য পদের একটা হিসাব দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, গত মার্চ মাসে কেন্দ্রে শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ৯.৬৪ লক্ষেরও বেশি। অর্থাৎ বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রী যে চাকরি বিতরণ করছেন তা সরকারি পদের চাকরি নয়।

মজার কথা হল সরকার চাকরি দেবার নামে বাজার গরম করলেও বেকারত্বের হার বাড়ছে। এই বর্ষার মরশুমে গ্রামে চাষের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু কর্মসংস্থান হলেও শহর ভুগছে কাজের আকালে। গত জুলাই মাসে সারা দেশে শহরে বেকারত্বের হার ৭.৮৭% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.০৬ শতাংশে। অতএব চাকরির নামে যতই সরকার ঢক্কা বাজাক না কেন আসলে এও এক প্রতারণা। যা প্রকৃত চাকরি নয়, যা পরিবারকে আধুনিক মানের জীবনধারণ দিতে অক্ষম তাকে চাকরি বলে চালানো প্রজন্মের সঙ্গে চালাকি ছাড়া কিছু নয়। তাইতো খোদ নবান্নের রিপোর্ট বলছে রাজ্যের ৬০শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার শিকার। তৈরি হচ্ছে অপুষ্ট বাঙালির মিছিল, এখনও সাবধান না হলে পঙ্গু হবে বাংলা।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ। ছবি : অরুণ লোধ

বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতির অপসারণের দাবি

কুনাল মালিক

ডায়মন্ড হারবার

গত ৮ আগস্ট থেকে যখন সর্বত্র ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস তৎপর তখন ডায়মণ্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া বিজেপি নেতা-নেত্রীরা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত। সূত্রের খবর বিভিন্ন মণ্ডলের হতাশ কর্মীরা এখন তলে তলে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

গত ৫ আগস্ট সল্ট লেকের বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি বিধানসভা থেকে বিজেপির সহ সভাপতি সবিতা চৌধুরীর নেতৃত্বে ৮টি বাসে করে গিয়ে কর্মীরা জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদারের অপসারণ দাবি করে। এমনকি তার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপেরও অভিযোগ তোলা হয়।

সূত্রের খবর দলের অন্দরে সভাপতির বিরুদ্ধে আরো ক্ষোভ বাড়ছে, কারণ নির্বাচনের পরই ৩৪টি মণ্ডলের মধ্যে ১৭ জনকে বাদ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে নাকি কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশন উদ্বোধন

মলয় সুর

অমৃত ভারত প্রকল্পে হুগলির দুটি রেল স্টেশন রবিবার ৬ আগস্ট সকাল ১১টায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৩০৯টি রেল স্টেশন নতুনভাবে অমৃত ভারত স্কিমের অধীনে কাজ শুরু হবে। হুগলিতে শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর স্টেশনকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে। শেওড়াফুলিকে নতুন ভাবে সাজাতে ৩১.১ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। থাকছে ১২ মিটার চওড়া একটি ফুট ওভার ব্রিজ। থাকবে লিফট। তারকেশ্বর ও শেওড়াফুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এছাড়া অন্য স্টেশন গুলির মধ্যে আছে অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট, বোলপুর ও বর্ধমান। এদিন শেওড়াফুলি স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের সূচনা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের নৃত্য, গান পরিবেশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন ও সেন্ট জন্স আকাদেমির ছাত্রছাত্রীরা ড্রইং ও রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পান। এরপর পাঁচের পাতায়

শারদোৎসবের প্রক্কালে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্য জুড়ে কোভিড পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও শারদোৎসবের প্রক্কালে ডেঙ্গু সংক্রমণ ভাবিয়ে তুলেছে রাজ্য প্রশাসনকে। বিগত কয়েক বছর ধরে বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর ডেঙ্গুর পরিস্থিতি যেন আরও ভয়ঙ্কর বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞমহল। তাদের মতে, ইতিমধ্যে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়, শুধুমাত্র কলকাতা শহরে নয়, ডেঙ্গুর দাপট ছড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতেও। সেই কারণেই ক্রমে জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঘড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি। স্বাস্থ্যভবনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৫১ জন। বেসরকারি হিসেব বলছে ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় পনেরো জন। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এই জেলায় ইতিমধ্যে প্রায় চারশোর অধিক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরের তালিকায় রয়েছে নদিয়া জেলা। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫০ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হুগলি জেলা। এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে ইতিমধ্যে জেলা শাসকের দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে মহকুমা শাসক ও বিডিওদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে এক জরুরিকালীন সভা করে তৎপর হতে নির্দেশ দেওয়া হয় স্বাস্থ্য কর্মীদের। একই সঙ্গে সচেতনতার প্রচারেও জোর দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তদ্বয় এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর। প্রতিদিন শতাধিক বাংলাদেশি পর্যটক এই দুটি সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসেন। যার মধ্যে বেশিরভাগই চিকিৎসার জন্য। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার যেভাবে বাড়ছে তা এদেশেও চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। কারণ চিকিৎসার সূত্রে বহু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী এদেশে ঢুকছেন। তারা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছড়িয়ে পড়ছেন। সীমান্তদ্বয়ের অভিবাসন দপ্তর তাদের গুরুত্বপূর্ণ নথি দেখলেও জ্বরে আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য নেই কোনও উপযুক্ত পরিকাঠামো। এমনটাই জানালেন আক্রান্ত রোগীরাই।

এরপর পাঁচের পাতায়

বহড়ুতে নির্দলের পঞ্চায়েত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েতের ১১ টি তৃনমুল গঠন করতে পারলেও বহড়ু পঞ্চায়েতটি গঠন করতে পারলো না তৃনমূল। নির্দল ও বিজেপি মিলে গঠন করলো এই পঞ্চায়েত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই প্রথম নির্দলের পঞ্চায়েত গঠন হলো। বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত গত ৫ বছর তৃনমূল কংগ্রেসের হাতে ছিল। এবারের ভোটে এই পঞ্চায়েতে তৃনমূলের প্রধান ও উপপ্রধান পরাজিত হয়। আর এই পঞ্চায়েতের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার শুরু থেকে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এলাকায় কখনো বোমাবাজি, কখনো শাসক দলের সাথে নির্দলের মারামারির খবর উঠে এসেছে। এই বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত গত ৮ জুলাই এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন হাসিমপুর, তাজপুর, বহড়ুর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ভোট লুট অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। এই অভিযোগে ভোট বন্ধ হয়ে যায় হাসিমপুরের তিনটি বুথে। নতুন করে দশ তারিখে রিপোলিং হয় হাসিমপুরের তিনটি ও তাজপুরের ১ টি বুথে। বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয় সাতটিতে এবং নির্দল জয়ী হয় সাতটিতে ও দুটো আসনে বিজেপি জয়লাভ করে। কে পঞ্চায়েত গড়বে, সেই নিয়ে কিন্তু জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল এলাকায়। এরই মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বোমাবাজি চলছিল। বিশেষ পুলিশ পাহারা ছিল এলাকায়। এরই মধ্যে নির্দল ও বিজেপির জয়ীরা তাদের নিরাপওার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শাসক তৃনমুল কংগ্রেসের বিরোধী জয়ী নির্দল ও বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের বাড়িতে। আর বৃহস্পতিবার ছিল বহড়ু পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বন্ধের চেহারা নেয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের কাজ হয়। এদিন এলাকার ১৪৪ ধারা জারি থাকায় প্রায় দোকান পাট বন্ধ ছিল। সেভাবে মানুষ জনের দেখা মেলেনি। বারুইপুর এস ডি পি ও অতীন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, এস আই মধুসূদন পালের তদারকিতে টানটান নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বোর্ড গঠনের কাজ হয়। নির্দলের সাতটি আসন ও বিজেপির দুটি আসন একক ভাবে ম্যাজিক ফিগারে চলে যায়। আর তাতেই নির্দলের প্রধান হন মতিবুর রহমান লস্কর ও উপপ্রধান হন বিজেপির সঙ্গীতা হালদার মন্ডল। তার পরেই বিজয় উৎসবে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।প্রধান হয়েই এলাকার মানুষের সাথে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর।

সংবিধানের অসীম ক্ষমতা রাজনীতিকদের হিংস্র করে তুলেছে

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত/৪

শক্তি ধর

ভারতে গণতন্ত্র রক্ষা করে সংবিধানের ২৫টি ভাগের ৪৪৮টি ধারা। এর সঙ্গে রয়েছে ১০টি সিডিউল। ভারতীয় সংবিধানকে সময়পযোগী করতে ১০৫ বার সংশোধন করা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় সংবিধানকে অনন্য বলা হয় কারণ এটি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। এটা যদি ভারতীয় সংবিধানের আলোর দিক হয় তবে অন্ধকার হল রাজনীতিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এত বড় একটা বৈচিত্রপূর্ণ ঐতিহাসিক দেশের শাসনের ভার তুলে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র রাজনীতিকদের হাতে। সমাজের অন্য কোনো অংশের মানুষকে ভোট দেওয়া ছাড়া নিজের দেশ পরিচালনায় অংশ নেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাজ্যসভায় দু চারজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির মনোনয়নের নিয়ম থাকলেও তাদের কোনো কার্যকারিতা নেই।

অথচ যাদের দিয়ে দেশ পরিচালনা করার কথা সেই আমলা বা সরকারি কর্মী বা এক্সিকিউটিভদের বশংবদ করে তোলার অসীম ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে রাজনীতিকদের হাতে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে সংবিধান এমন ক্ষমতাশালী করেছে যে তারা বিচারব্যবস্থাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করার সাহস দেখায়। এখন প্রায়ই আদালত অবমাননার দায়ে আমলাদের তলব করতে হয় বিচারপতিকে। বাকি রইল পুলিশ। তাদেরকে রাজনীতির হাতিয়ার বানাতে আজও রেখে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ আইন। যাদের শুধুমাত্র জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার কথা তাদেরও সমর্পন করে দেওয়া হয়েছে রাজনীতিকদের কাছে। অর্থাৎ রাজনীতিক ছাড়া এ দেশের জনগণের গতি নেই। ক্ষমতা এঁদের, প্রতিপত্তি এঁদের। তাই ক্ষমতার লালসাও এঁদের। আজ তারই প্রতিফলন সারা দেশ

জুড়ে।উল্টোদিকে ভেবে দুরদর্শীতার সঙ্গে সংবিধান যদি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দেশ পরিচালনায় কিছুটা সুযোগ দিত তাহলে হয়ত তীব্র রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেত ভারতবাসী।

দিল্লি যাচ্ছে সুভাষগ্রামের মাটি

নিজস্ব প্রতনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামের কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটের মাটি দিল্লি পাঠাচ্ছে বিজেপি। বিজেপি সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে আমার মাটি আমার দেশ নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে অমৃত বাটিকা নামে একটি বাগান। গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করে সেই বাগানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া পুলিশ বা সেনাদের বাড়ি থেকে এই মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যেই এ দিন কোদালিয়ায় সুভাষচন্দ্রের বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার নবনিযুক্ত সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদারের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার কোদালিয়ায় গিয়ে মাটি সংগ্রহ করে আনেন। পরে মনোরঞ্জন বলেন, "রাজধানী দিল্লিতে অমৃত বাটিকা তৈরি হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে সেই মাটি সংগ্রহের কাজ চলছে। আমরা নেতাজির বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা মাটি এই মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে দিল্লি পৌঁছে দেব।"

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 43, 12 August - 18 August, 2023

উত্তরের আঙিনায়

হাশমিচকে রাজ্যের মহিলা বিজেপি মোর্চার তরফে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যে বাড়ছে হিংসা। বাংলায় বাড়ছে নারীদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুনের মতো নৃশংস ঘটনা। রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা এই নারী নির্যাতন এছাড়া একাধিক বিষয় নিয়ে এদিন থেকে পথে নামল রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চা। প্রতিবাদে আজ ও কাল মোট ২দিনের অবস্থান বিক্ষোভ চলবে হাসমিচকে। গতকালই বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফ থেকে জানানো হয় শিলিগুড়ির হাসমিচকে দুইদিন গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী এদিন বেলা ১২টা থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয় রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র সহ অন্য নেতৃবৃন্দরা। অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা বিষয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। এছাড়া প্রশ্ন তোলা হয়, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

রাতের অন্ধকারে বাড়ছে দুষ্কৃতীদের হাতে নারীদের অত্যাচার। দেখা যাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আতঙ্কে রয়েছে বাংলার মহিলারা। সেই কারণে এবার বাংলার মহিলারাদের সুরক্ষা দিতে বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফে এই কর্মসূচি চলবে দুই দিন।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে ছাড়া হল গাপ্পি মাছ

নিজস্ব সংবাদদাতা শিলিগুড়ি : ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে ছাড়া হল গাপ্পি মাছ। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন বাজার গ্রামে মাছগুলি ছাড়া হয় বলে সূত্রে খবর। এদিন উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়া বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুনব দাস সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মহকুমা পরিষদ থেকে প্রায় দুই লক্ষ গাপ্পি মাছ ব্লক প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। যে সকল নালা ও জলাশয় ডেঙ্গুর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলি আমাদের ভিআরপিরা বিভিন্ন জায়গায় চিহ্নিত করে আজ সেই জায়গা গুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এই মাছগুলি যাতে বেঁচে থাকে আগামী দিনে ডেঙ্গুর প্রকোপটা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।' এছাড়াও এলাকার মানুষদের বলা হয়েছে নিজেদের আশপাশের এলাকায় জল জমতে দেবেন না। তাতেও ডেঙ্গুর মশা ডিম পাড়ে।

ডেঙ্গি আটকাতে শহরে নামানো হল ৪ টি আবর্জনা পরিষ্কার করার ভ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ডেঙ্গি আটকাতে শহরে আরও ৪টি আবর্জনা পরিষ্কার করার ভ্যান চালু হল। চালু করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। উল্লেখ্য এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। গতবারের মতো এবারে ডেঙ্গি যাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না করতে পারে, সেকারণে আগেভাগেই প্রস্তুতি সারছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ফগিং, ব্লিচিং ছড়ানো ও দুয়ারে দুয়ারে সমীক্ষার কাজ শুরু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কার করবার জন্য পুরকর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে। এবারে আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য শহরে নামানো হল মোট ৪টি ভ্যান।

শনিবার দিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে উক্ত কাজের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত হয়েছিলেন জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকগণ।

দার্জিলিং জেলার টাউন টু তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : একুশের মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জানিয়েছিলেন আগামী ৫ আগস্ট ছোটো, বড়ো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করবে তৃণমূল কর্মীরা। সেই অনুযায়ী এদিন রবিবার সকাল ১২টা থেকে শিলিগুড়ির তরুণ তীর্থ মাঠের সংলগ্ন এলাকায় বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়ির মাত্র কিছু দূরে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হল দার্জিলিং জেলা টাউন টু থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পৌর সমর্থকরা। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষীপাল, তৃণমূল নেতা মদন ভট্টাচার্য, বাবলু পাল, মেয়র পরিষদ মানিক দে, নির্ণয় রায়, কুন্তল রায়, কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভয়া

বোস, তৃণমূল নেতা বেদব্রত দত্ত সহ আরো নেতৃত্বরা। প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন গৌতম দেব। তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ব্লকে সকাল ১২টা থেকে শুরু হবে বিক্ষোভ কর্মসূচি, চলবে বিকেল ৬টা পর্যন্ত।

কাজের খবর

মাধ্যমিক পাশে ডাকবিভাগে ৩০,০৪১ জন ডাক সেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলসহ ভারতের বিভিন্ন সার্কেলে 'গ্রামীণ ডাক সেবক' পদে ৩০,০৪১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পোস্টাল সার্কেলে শূন্যপদ আছে ২,১২৭টি। গ্রামীণ ডাক সেবকদের নিচের ৩টি ক্যাটেগরিতে কাজ করতে হবে। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ও ডাক সেবক।

ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার (বিপিএম) : পোস্ট অফিস ও ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের যাবতীয় অফলাইন ও অনলাইন লেনদেন সংক্রান্ত কাজ করতে হবে। পোস্টাল পরিষেবা, কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া,পোস্ট অফিসের অধীন গ্রাম বা পঞ্চায়েত এলাকার ব্যবসার পরিমাণ বাড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় মেলার আয়োজন করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। রেকর্ড দেখা, চিঠি পোঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। সেইসঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ পোস্টমাস্টার ও ডাক সেবকেদের কাজের তদারকি করা ইত্যাদি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার : পোস্টাল পরিষেবা যেমন, ডাকটিকিট, খাম ইত্যাদি বিক্রি করা। বাড়ি বাড়ি চিঠি ও পার্সেল পোঁছে দেওয়া। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের টাকা জমা নেওয়া ও দেওয়া। পোস্ট অফিসের অধীন গ্রাম বা পঞ্চায়েত এলাকার ব্যবসার পরিমাণ বাড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় মেলার আয়োজন করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। রেকর্ড দেখা, চিঠি পোঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাব পরিচালনা করা।

ডাক সেবক : ডাক সেবকরা সাব পোস্ট অফিস ও হেড পোস্ট অফিসের মতো জায়গায় নিযুক্ত হবেন। চিঠি পৌঁছে দেওয়া, ডাকটিকিট খাম ইত্যাদি বিক্রি করা। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকা জমা নেওয়া ও দেওয়া। পোস্ট মাস্টারের নির্দেশে অন্যান্য কাজ করতে হবে। রেলওয়ে মেল সার্ভিসের সর্টিং অফিসে কাজ করতে হবে। মেল ব্যাগের আদানপ্রদান, ব্যাগ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হবে। এছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে হবে।

প্রতিটি গ্রামে ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ। গ্রামীণ ডাকসেবক পদে মনোনীত হলে ভাতা পাবেন এই স্ল্যাবে। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদের বেলায় ১২,০০০ থেকে ২৭,৩৮০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার/ডাক সেবক পদের বেলায় ১০,০০০ থেকে ২৪,৪৭০ টাকা।

অঙ্ক ও ইংরিজি বিষয়ে পাশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা পাবেন না। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৩.৮.২০২৩ এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যে পোস্ট অফিসের অধীনে চাকরি করতে চান, সেই পোস্ট অফিসের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে কিংবা চাকরি পাওয়ার

১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের অধীনের বাসিন্দা হওয়ার জন্য ডিক্লারেশন দিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। সাইকেল চালাতে জানতে হবে। যাঁরা মোটর সাইকেল বা স্কুটি চালাতে পারেন, তাঁরাও যোগ্য।

শূন্যপদ : পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ২,০১৪টি, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি বা ইংরিজিভাষী প্রার্থীদের জন্য ৪২টি। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি অথবা ইংরিজিভাষী প্রার্থীদের জন্য ৫৪টি। অসমে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ১৬৩টি। ঝাড়খণ্ডে হিন্দিভাষী প্রার্থীদের জন্য ৫৩০টি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ১১৫টি।

কোন ডিভিশনের অধীন কোন পোস্ট অফিসে ক'টি শূন্যপদ তার তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিসে পাবেন।

প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এজন্য দরখাস্ত খুঁটিয়ে দেখা হবে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে পাওয়া ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে মোট শূন্যপদের কয়েকগুণ প্রার্থীকে নিয়ে প্রথম পর্যায়ের মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। তারপর আবার শর্ট লিস্ট করা হবে। ফল বেরোবে ডিসেম্বরে।

মেধা তালিকা তৈরির সময় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো নম্বর পাবেন না। জেনারেল, তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি, ওবিসি আর মহিলাদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা তৈরি হবে। মেধা তালিকায় কোনো প্রার্থীর নম্বর একই হলে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে জন্ম-তারিখ দেখে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দরখাস্ত করার সময় ৫টি পোস্ট অফিসের নাম প্রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। মেধা তালিকায় নাম থাকলে প্রার্থীদের প্রভিশনাল মেধা তালিকা এসএমএস করে জানানো হবে। এছাড়াও মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়াহবে. এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 17-67/2023-GDS. Dated : 31.07.2023.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.indiapostgdonline.gov.in

এজন্য বৈধ মোবাইল নম্বর, বৈধ ইমেল আইডি আর আধার কার্ডের নম্বর থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০x২৩০ পিক্সেলে, ৫০ কেবি'র মধ্যে) ও সিগনেচার (২০০x২৩০ পিক্সেলে, ৫০ কেবি'র মধ্যে)আর অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এরপর পরীক্ষা ফি ১০০ টাকা ডেবিড কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কোনো ফী লাগবে না। টাকা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। এরপর ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্টেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত করবেন। কোন পোস্ট অফিসে ক'টি শূন্যপদ আছে, তার তালিকা সংশ্লিষ্ট পোস্টের ডিভিশন অফিসে কিংবা ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন। ফর্ম এডিট বা, সংশোধন করতে পারবেন ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০২৩

মেষ রাশি : যে কোনো কর্মে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা এবং অতিরিক্ত অর্থব্যয় বৃদ্ধির দরুন প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। জমি-বাড়ি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। পারিবারিক অশান্তির দরুন মানসিক সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। পারিবারিক শত্রু বৃদ্ধির দরুন মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। বিষাক্ত প্রাণী থেকে সাবধান। সাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগে ভোগান্তি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনের শারীরিক পীড়ার দরুন উদ্বেগের কারণ রয়েছে এবং কর্মে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। অর্থহানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : হনুমান চাল্লিশা প্রতিদিন পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা থাকলেও সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে মতানৈক্য। শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য বিলম্ব। শারীরিক সমস্যার দরুন কর্মে বিপত্তি। মানব কল্যাণে সমাজ সেবার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ কেতবে নমঃ' পাঠ করুন।

তুলা রাশি : অলংকারের ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মের জন্য প্রশংসা লাভ এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে বিলম্ব। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করা উচিত নয়। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ রাহবে নম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হতে পারেন। বিষয় আশয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে।

প্রতিকার : ২৭ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : মামলা মোকদ্দমা বা অযাচিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির দরুণ পারিবারিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মোন্নতি ও পদোন্নতিতে বাধা। জমি বাড়ি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল লাভ। দেহের নিম্নাঙ্গে পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবারে রাহুর পুজো করুন।

মকর রাশি : পাড়া প্রতিবেশীর ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বজনের অনৈতিক কর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বাধা বিপত্তি থাকলেও বুদ্ধি মত্তার সঙ্গে কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা। বিষয় আশয় নিয়ে সমস্যা থাকলেও তা থেকে অব্যহতির পথ প্রশস্ত। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ শিবায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বিশেষ করে কেমিক্যাল জাতীয় বা ওষুধ জাতীয় দ্রব্যের। আত্মীয় স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। শারীরিক পীড়ার দরুণ স্বাস্থ্যের অবনতি।

প্রতিকার : প্রাচীন পাঠ লিঙ্গ কর্মের প্রতিদিন জপ করুন।

মীন রাশি : বেফাঁস মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ শয্যাশায়ী হতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। বৈষয়িক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য ও পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হস্ত শিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ভগবান রুদ্রের পুজো করুন।

শব্দবার্তা ২৫৯

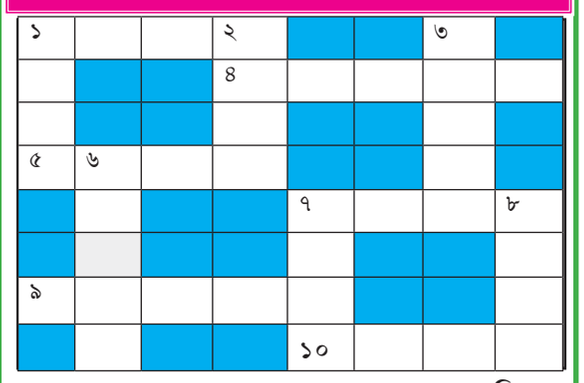

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নদী ইত্যাদির দুই তীর, সমুদ্র ৪। অর্জুনের প্রপৌত্রী ৫। কিছু, অল্পবিস্তর ৭। ধূর্ততা ৯। ভাগ্যের আনুকূল্য ১০। বুদ্ধদেব।

উপর-নীচ

১। পার্শ্বচর, মোসাহেব ২। চন্দ্র ৩। তত্ত্বতলাশ, সন্ধান ৬। মুসলমানি পরব বিশেষ ৭। প্রীতিযুক্ত ৮। অপ্রতিভ, মুখে কথা না সবার ভাব।

সমাধান : ২৫৬

পাশাপাশি : ২। মাথার ঠাকুর ৫। পাকাকথা ৭। সমর্থ ৯। দুচোখ ১০। তিগ্মকর ১২। নড়নচড়ন।

উপর-নীচ : ১। অজপা ৩। থাকাথাকি ৪। কুর্মকোরখ ৬। কাপড়চোপড় ৮। অতিবাড় ১১। রহস্য।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

সাপে কাটার আতঙ্ক

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

সাপের সম্বন্ধে আতঙ্ক নেই এমন মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম। গ্রামের দিকে মানুষদের অনেক সময় সাপের সঙ্গেই ঘর করে থাকতে হয়। তবে শহরের লোকেদের কাছে সাপ সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে সাপে কাটার আতঙ্ক অত্যাধিক। গ্রাম ধ্বংস করে শহরের কংক্রিটের জঙ্গল তৈরির মহাযজ্ঞ চলেছে। তাই সাপেরা হয়ে পড়েছে গৃহহীন। ইদানিংকালে নিউ টাউনেরের মতো স্মার্ট শহরেও পরপর সাপে কাটার ঘটনা বেড়ে চলেছে এবং কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমে পড়তে হয়েছে।

চারিদিকে প্রচার শুরু হয়েছে সাপে কাটলে কী করা উচিত এবং কী করবেন না। তাই আজ সর্প দংশন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

প্রথমেই জেনে রাখা দরকার সাপে কাটলেই যে বিষক্রিয়া হবে এমনটি নয়। বেশিরভাগ সাপই বিষহীন। সমস্ত প্রজাতি সাপের মধ্যে মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিষধর সাপ। মনে রাখা দরকার বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যুর কারণ সচেতনতার অভাব। আজও বিশেষ করে গ্রামের মানুষেরা সাপে কাটা রোগীকে সাধারণত এলাকার ওঝার কাছেই নিয়ে যান এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার কারণে অযথা সময়ের অপচয় করেন এবং তার ফলে রোগীর জীবনসঙ্কট দেখা যায়। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে গেলেই রোগীর জীবন বেঁচে যায়। বিষধর সাপে কাটলে ক্ষতস্থানে বিষ দাঁতের দুটি দংশনের চিহ্ন দেখা যায় (ফ্যাঙ্গ মার্ক)। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হতে পারে, ফুলে যেতে পারে, প্রচন্ড ব্যথা হতে পারে। সমগ্র শরীরও ফুলে যেতে পারে, খাবার খেতে অসুবিধা হতে পারে, গলা ব্যথা এছাড়া শ্বাসকষ্ট, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া, ঘুম ঘুম ভাব, হাত-পা অবশ হয়ে যেতে পারে। রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারে। অবিলম্বে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে যেখানে অ্যান্টি স্নেক ভেনাম (এভিএস) দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

কী করবেন

- প্রথম কর্তব্য রোগীকে আশ্বস্ত করা যে সাপের মধ্যে নির্বিষ সংখ্যা বেশি এবং বিষাক্ত হলেও তার উপযুক্ত চিকিৎসা সম্ভব।
- রোগীকে শুইয়ে দিয়ে তার যে স্থানে সাপ কামড়েছে সেই স্থানটি যাতে নড়াচড়া না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সম্ভব হলে একটা লম্বা কাঠের স্প্লিন্টের সাহায্যে স্থানটি যাতে নড়াচড়া না করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। কখনোই যেন শক্ত করে কিছু বাঁধন দেবেন না।
- তাড়াতাড়ি হাসপাতালে রোগীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কী করবেন না

- সাপটিকে মারবার বা ধরবার চেষ্টা করবেন না সম্ভব হলে সাপটিকে চিনে ডাক্তারবাবুকে বর্ণনা দিন।
- দংশন স্থান ধুয়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই।
- দংশন স্থানে কোনো প্রকার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করা।
- দংশন স্থানের পাশে কোনো কাটা ছেঁড়া,রক্ত চুষে বিষ বার করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।
- ক্ষতস্থানে এএসভি ছড়াবেন না।
- ওঝা বা কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সাহায্য নেবেন না।
- মনে রাখবেন অনেক ক্ষেত্রেই রোগী আতঙ্কে হার্টফেল করে মারা যেতে পারেন তাই তাকে আশ্বস্ত করুন।

চম্পাহাটি ও বেগমপুর বোর্ড গঠন ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সুব্রত মন্ডল : বারুইপুরের চাম্পাহাটি ও বেগমপুর পঞ্চায়েতে ভোট গঠনকে কেন্দ্র করে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। শাসক দলের এক সদস্য আক্রান্ত হয়। পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান পদে বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাগজপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দুটি পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্যরা প্রতিবাদে সই না করেই বেরিয়ে আসেন সভা কক্ষ থেকে। অপেক্ষা বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদারের নেতৃত্বে বহিরাগত এসে বেগমপুর পঞ্চায়েতে হামলা চালায়। এর জেরে মঙ্গলবার ওই পঞ্চায়েতে দুপুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বারুইপুর থানার পুলিশকে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিধায়ক বিভাস সরদার। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেন, বিক্ষোভ হলেও দলীয় নির্দেশ মেনে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে। হামলার এরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি। সকাল থেকেই পুলিশি বন্দোবস্ত ছিল বেগমপুর ও চামপাহাটি পঞ্চায়েতের সামনে। বেলা গড়াতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ডলি সরদার বলেন, ব্লক সভাপতি

ও বিধায়ক জোর করে পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে রেখা সরদার ও উপপ্রধান হিসেবে রিয়া বর্মনকে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে ১০জন সদস্য ছিলেন। আমরা ভোটাভুটি চেয়েছিলাম কিন্তু বিধায়ক তার অনুগামীদের নিয়ে এসে বিডিও ও পুলিশের সাহায্যে ভিতরে ঢুকে নির্বাচিত সদস্যদের মারধর করেন। আমাদের কাগজপত্র ছিঁড়ে দেয়। আমাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। বোর্ড গঠনের জন্য পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করেছিল কিন্তু তাও বহিরাগতরা দলে দলে ভিতরে ঢুকলো কি করে এটাই এখন প্রশ্ন? এদিন পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে ছিলেন বিধায়ক, ব্লক সভাপতি ও জেলা পরিষদ সদস্য আক্রান্ত হন জয়ী সদস্য। আক্রান্ত হন জয়ী সদস্য বিপুল মন্ডল তিনি বলেন ৬-৭ জন বহিরাগত আমাকে মারধর করেছে, জোর করে প্রধান উপর প্রধান ঠিক করা হয়েছে বিধায়কের নির্দেশেই পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। আমরা ১০ জন সদস্য সই করিনি, ৬ জনকে সই করিয়ে বোর্ড গঠন হয়েছে। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান প্রার্থীরা। অন্যদিকে চাম্পাহাটি পঞ্চায়েতে ১৩ জন সদস্য সই না করে বেরিয়ে আসেন বলে দাবি করেন বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান মান্না নস্কর। তাঁর অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান পদে অসিত বরণ মন্ডল ও উপপ্রধান পদে মিতালী গায়েনকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে পঞ্চায়েতের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শাসক দলের কর্মীরা। ভীষণভাবে মার খেলেন বেগমপুর ও চাম্পহাটি জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিচার বিভাগের সমর্থন না পেলে চাষীরা মারা পড়বে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ভাগচাষী আইনে চাষীদের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভগের পূর্ণ সহানুভূতি না পাওয়াতে গ্রাম বাংলার চাষীরা মার খাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, ভূমি সংস্কার আইনের ১৬ (৪) ধারা অনুসারে জমির মালিক ভাগচাষীকে ভাগচাষীকে ভাগ ধানের জন্য রসিদ দিতে না চাহিলে ভাগচাষী আদালতে ধান জমা দিতে পারে এবং আদালত এই ধানের জন্য তাকে রসিদ দিবে। এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা চলে না। অথচ জানা গেল, ইতিমধ্যে ডায়মন্ড হারবার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এ ধরনের প্রায় ৪০০-৫০০ আবেদন পত্র জমা পড়েছে। মহকুমা বিচারক শ্রী টি, পি, ঘোষ ইতিমধ্যে বহু মালিকের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করে চাষীদের বাঁচিয়েছেন। আবার অপরদিকে মহকুমার দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারক শ্রী এস সি চ্যাটার্জি এ ধরনের অনেক আবেদন পত্র ভাগচাষ কোর্টে পূর্ণবিচারের জন্য পাঠিয়েছেন।

৩১-৭-৭৩ তারিখের এল আর কেস নম্বর ৬৪২ এবং ৬৪২-১৯৭৩-৭৪ এক নজির স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ধরনের আবেদন গ্রাহ্য হওয়াতে জমির মালিকরা উৎসাহিত হচ্ছেন কিন্তু ভাগচাষীরা হচ্ছেন নিরুৎসাহ ও হতাশ। মহামান্য আদালতের একটু সহানুভূতি কি হতভাগ্য ভাগচাষীরা পাবে না?

৭ম বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা, ১১ই আগস্ট, ১৯৭৩, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৮০ শনিবার

রেলকর্মীদের পেনশনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্ট্যার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের ডাকে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় গত বুধবার সকাল ১১ টায় সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউশনে রেল কর্মীদের একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সমস্ত সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন, রেল আই এন টি টি ইউসির নেতা বিনোদ শর্মা। তিনি বলেন আমাদের এই পেনশন নিয়ে আন্দোলন গত ১০ বছর ধরে চলছে। ২০০৪ সালের পর থেকে যারা অবসর নিয়েছে তাদের নির্ধারিত পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের কোন বিরোধী নাই আমরা কোনভাবেই রেল অবরোধ বা যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত করব না। আমাদের দাবি নির্ধারিত পেনশন চালু করতে হবে। পুরনো পেনশন স্কিম আনতে হবে। এটাই আমাদের দাবি এই স্কিমে আমাদের সংসার ও নিজেরা সুরক্ষিত থাকবো। এই দিন উপস্থিত ছিলেন শাখা সম্পাদক তপন দাস , সভাপতি মানিক লাল চ্যাটার্জি, প্রেসিডেন্ট ইস্টার্ন রেল ওয়ে মেন্স কংগ্রেস বিনোদ শর্মা, সেক্রেটারি আই আর এমসি স্বপন দত্ত, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি বিভাস মন্ডল ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। নতুন প্রজন্মের যে সমস্ত ছেলে মেয়ে গুলি চাকরি করছেন, তারা তাঁদের ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা নিয়ে চিন্তিত আছেন। পেনশন না পেলে আমরা শেষ জীবনটা কিভাবে কাটাব।

ডাকাতির আগেই ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুল মাঠ এলাকা থেকে ধৃত ১জনকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটাজীর নির্দেশে এস আই দিগন্ত মন্ডল ও তাঁর পুলিশ টিমের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক। ডাকাতির আগেই হাতে নাতে ধরা ও পড়ে গেল ১ জন। বহড়ু হাইস্কুল মাঠ এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয় ইসরাফিল মোল্লাকে, বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর পাঁচঘড়া এলাকায়। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার নলিকাটা মোড় এলাকা থেকে ধৃত ১ জনকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

নাবালিকা ধর্ষনে ধৃত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠে এক নাবালকের বিরুদ্ধে । ৫ আগস্ট রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ছয় আগস্ট অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়। ধৃত নাবালককে মঙ্গলবার সিউড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হলে পুলিশের তরফ থেকে পিসির রিমান্ড চাওয়া হয় যেহেতু পুলিশ হেফাজতে নেবার কোন উপায় নেই সেহেতু অভিযুক্ত নাবালককে ১৪ দিনের জন্য বহরমপুর আনন্দ আশ্রম হোমে রাখার নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। জুভেনাইল জাস্টিস কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অনিন্দ্য সিংহ বলেন, নির্যাতিতা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ট্রমার মধ্যে রয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে।

পুকুর থেকে ব্যালট বাক্স ও পেপার উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর বিধানসভার ময়দা পঞ্চায়েতের বটতলার একটি পুকুর থেকে শনিবার উদ্ধার হলো চারটি ব্যালট বাক্স ও কিছু ব্যালট পেপার। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত বকুলতলা থানার ময়দা বটতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোট গ্রহন কেন্দ্র ছিল। ৮ জুলাই ভোট পর্ব চলাকালীন বোমা বাজি ও স্কুলে ভাঙচুর, ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়া ও পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। ১০ জুলাই পুনরায় ওই বুথে নির্বাচন হয়। স্কুলের সামনের পুকুর থেকে শনিবার মাছ ধরার জালে চারটি ব্যালট বাক্স ও বেশ কিছু ব্যালট পেপার উদ্ধার হয়। বকুলতলা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপারের বান্ডিল নিয়ে থানায় যায়। তবে এ ব্যাপারে প্রশাসনের তরফে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে উত্তেজনা ছড়ায় জয়নগরে, ঘটনাস্থলে এ এস পি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বুধবার জয়নগরে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বারুইপুর এস ডি পি ও, জয়নগর থানার আই সি সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এদিন জয়নগর থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় বোর্ড গঠনের কাজকর্ম কিছু সময় বন্ধ হয়ে পড়ে।পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে বোর্ড গঠন বন্ধ থাকার কাজ-কর্মের আসল কারণ না জেনে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের দলীয় কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে।এদিকে অসুস্থ প্রশাসনের আধিকারিককে স্থানীয় পদ্মোরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে জয়নগর এক নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের বহড়ুর কার্যালয় থেকে প্রশাসনের

আধিকারিকরা জাঙ্গালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের কাজকর্ম আবার শুরু করেন। আর এই ঘটনায় উওজেনা তৈরি হওয়ায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ ও বারুইপুর এস ডি পি ও অতীন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী। আর তাদের নেতৃত্বে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আর তার পরে শান্তিপূর্ণ ভাবে বোর্ড গঠনের কাজ শেষ হয়। ১৬টি আসনের এই পঞ্চায়েতে এবারে তৃণমূল কংগ্রেস ১০, বিজেপি ৪, সিপিআইএম ও নির্দল ১ টি করে আসন পায়। আর এদিন এককভাবে সংখ্যার বিচারে তৃনমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান নির্বাচিত হন। এদিন প্রধান হন হাসনাবানু মিস্ত্রী ও উপপ্রধান হন টুম্পা মন্ডল। আর এদিন তাঁর পরেই বিজয় উৎসবে সামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

প্রধান পদে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে হ্যাট্রিক দিপালী বৈরাগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধান পদে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে হ্যাট্রিক করলেন দিপালী বৈরাগী। পাশাপাশি হ্যাট্রিক করলেন উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর।বাসন্তী থানার চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামসভার মোট আসন সংখ্যা ২৪।তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত আসনেই জয়লাভ করে।বৃহস্পতিবার ছিল গ্রামপঞ্চায়েত বোর্ড গঠন। প্রধান পদে নির্বাচিত হলেন দিপালী বৈরাগী। উপপ্রধান হলেন নরেশ চন্দ্র নস্কর। উল্লেখ্য এদিন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগেই গোসাবা-বাসন্তীর রুপকার প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরে তাঁর প্রতিকৃতিতে সমস্ত সদস্য-সদস্যা পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। তারপরই শুরু হয় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন। বোর্ড গঠন শেষে আবারও প্রয়াত জয়ন্ত নস্করের প্রতিকৃতিতে

পুষ্পস্তবক দান করেন নবনির্বাচিত প্রধান,উপপ্রধান ও পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যারা।

নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী বলেন, 'সুন্দরবনের রুপকার ছিলেন জয়ন্ত নস্কর।তিনি স্বশরীরে না থাকলেও তিনি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন। তাঁর আদর্শে আমরা আদর্শিত।তাঁর স্বপ্ন ছিল চুনাখালি পঞ্চায়েতকেআদর্শ পঞ্চায়েতে রুপান্তরিত করা। তিনি নেই! আমরা তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধ পরিকর।'

এদিন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত বিধায়ক পুত্র বাপ্পাদিত্য নস্কর,জেলা পরিষদ সদস্যা নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল,শিক্ষারত্ন শিক্ষক তথা বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্য নিমাই মালি সহ বিশিষ্টরা।

বেহাল রাস্তা বিডিও'র দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই বেগুনমোড় দরগাতলা থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা গর্তে ভর্তি। টোটো উল্টে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা । রাস্তা মেরামতের জন্য মঙ্গলবার মুরারই ১ নং ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেয় গ্রামবাসীরা। রকি মিঞা, গোপী ভুঁইমালী সহ সকলেই বলেন, রাস্তা মেরামত ও নিকাশির ব্যবস্থা করার জন্য বিডিওকে স্মারকলিপি দিলাম। মুরারই পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, রাস্তার বেহাল অবস্থা, বৃষ্টির জল জমে আছে তারজন্য কিছুটা হলেও আমরাও দায়ী। রাস্তার দুইধারে বাড়ি করায় নিকাশি হচ্ছে না।

মোটরবাইক সহ গ্রেফতার ১জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটরবাইক, গৃহস্থের ব্যবহৃত সামগ্রী চুরির অভিযোগে গাববেড়িয়া থেকে ধৃত ১ জনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। জয়নগর থানার গাববেড়িয়া এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। ক্রমাগত চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ নিজস্ব সোর্স মারফত খবর পেয়ে রবিবার জয়নগর থানার গাববেড়িয়ার বাড়ি থেকে সন্দীপ হালদার নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পঞ্চায়েত গঠন। এবারও জেলার সিংহভাগ পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। কিন্তু পঞ্চায়েত গঠন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার পক্ষ থেকে ছাপানো একটি লিফলেট ঘিরে শুরু হয়েছে জোরদার বিতর্ক। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন নিয়ে এই লিফলেটে বিস্তারিত ব্যাখা দিয়েছেন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীকে লেখা একটি চিঠি লিফলেট আকারে ছাপা হয়েছে। সেই লিফলেট দলের কর্মীদের মধ্যে বিলিও করা হয়েছে। সেই লিফলেট জুড়ে ছত্রেছত্রে দলের আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিস্ফোরক স্বীকারোক্তিও রয়েছে এই লিফলেটে। এই লিফলেটের কথা মেনে নিয়েছেন বঙ্কিম হাজরা। তিনি জানিয়েছেন, দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেজন্য দলের উচ্চ নেতৃত্বকে তিনি জানিয়েছেন। তবে বিষয়টি মিটে গেছে। সর্বসম্মতভাবে সভাপতি ও সহ-সভাপতির নাম স্থির করে জেলা নেতৃত্বকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি বিরোধী বিজেপি,সিপিএম।

দল থেকে বহিষ্কার তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : নিজস্ব প্রতিনিধি : বোর্ড গঠনের দিন দল থেকে বহিষ্কার করা হলো নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ গিরিকে। একটা সময় যার হাত ধরে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য হয়েছিল। তাকেই বহিষ্কৃত হতে হলো বোর্ড গঠনের দিন। অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই বীরেন্দ্রনাথ গিরি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এমনকি গোপনে তিনি তৃণমূলকে হারানোর জন্যেও অনেক চেষ্টা করেছেন। বুধবার ছিল শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। এখানে আঠেরোটি আসনে জয়ী হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করে। অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রধান এবং উপপ্রধানকে সম্বর্ধনা জানান নামখানা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ধীরেন কুমার দাস সহ ব্লকের শীর্ষ নেতারা। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ধীরেন কুমার দাস বলেন, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ গিরি দলের সাথে গদ্দারী করেছেন। এমনকি দলকে হারানোরও তিনি চেষ্টা করেছেন। তাই সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো। এমনকি একই অভিযোগে এদিন শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের একজন জয়ী প্রার্থীকেও বহিষ্কার করা হয়।

অস্ত্র সহ ৩ দুস্কৃতীকে পাঠানো হল বারুইপুর মহকুমা কোর্টে

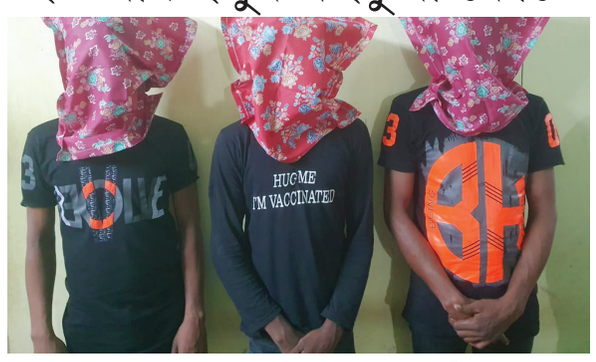

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: বকুলতলা থানার পুলিশের তৎপরতায় জীবনমন্ডলের হাট থেকে অস্ত্র সহ ধৃত তিন দুষ্কৃতীকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে শনিবার রাতে তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয় জীবন মন্ডলের হাট থেকে।উদ্ধার হয় অস্ত্র। ধৃত তিন জন হল সাবিরুল মোল্লা (২১), বাড়ি কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ৭ নং এলাকায়, শাহাদাত মন্ডল (২২), বাড়ি কুলতলি থানার গাজিরচক এলাকায় ও নাজির উদ্দিন শেখ (২৩),বাড়ি কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ ৭ নং এলাকায়। এদিন গ্রেফতারের পাশাপাশি উদ্ধার হয় একটি ওয়ান শাটার পিস্তল, এক রাউন্ড কার্তুজ ও লোহার রড।ধৃতদের মোটরসাইকেল আটক করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বকুলতলা থানার জীবন মন্ডলের হাট এলাকায় দোকানে চুরি করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল তাঁরা। ধৃতদের রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বকুলতলা থানার পুলিশ।

জখম প্রাক্তন প্রধান, জ্বলছে বাসন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের পর দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম হয় তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান শ্রীদাম মন্ডল। বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৯ টি গ্রামসভা আসনের মধ্যে ২৫ টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। ২ টি আসনে আইএসএফ এবং ১ টি আসনে আরএসপি, ১ টি নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করে। এদিন বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করেন তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান হয় শ্রীদাম মন্ডলের স্ত্রী পারুল মন্ডল। বোর্ড গঠনের পর তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান শ্রীদাম মন্ডল এবং তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা পালপাড়া সবজি বাজার সেডের নীচে বসে ছিলেন। সেই সময় দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান শ্রীদাম মন্ডলের উপর এবং কোপ মারে শ্রীদাম মন্ডলকে। সেকেন্ডের মধ্যে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা জখম শ্রীদাম মন্ডল কে উদ্ধার করে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বর্তমানে সে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে উত্তেজিত জনতা দুষ্কৃতীর বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং এসডিপিও দিবাকর দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এবং দমকলের ১ টি ইঞ্জিন। প্রায় ৩ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের ১ টি ইঞ্জিন। এই ঘটনায় এলাকায় বসেছে পুলিশ পিকেট। তবে এই ঘটনায় প্রায় ৫ ঘন্টার মধ্যে গোসাবা বালি এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত রোহিত খান আটক করে পুলিশ বাসন্তী থানায় নিয়ে আসে। বাসন্তী কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, আরএসপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিত ভাবে শ্রীদাম মন্ডলকে খুন করার চক্রান্ত করে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশি তৎপরতায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির জন্য। বিজেপির বাসন্তী এক নম্বর মন্ডল সভাপতি বিল্বমঙ্গল স্বর্ণকার তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিরোধীরা কোন যুক্ত নেই। তবে পুলিশ প্রশাসনের উচিত নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া। এদিকে আরএসপির পক্ষ থেকে জানান তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে এমন ধরনের ঘটনা ঘটে। তৃণমূল রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ জানান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে এক ব্যক্তি জখম হয়। জখম ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক বাড়িতে আগুন লাগলে দমকলের ১ টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুষ্কৃতীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলিয়ে গোসাবা বালি এলাকা থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে কিভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃত রোহিত খানকে পুলিশ আলিপুর কোর্টে তুললে বিচারক ধৃতকে ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০২৩

র‍্যাগিং প্রতিবাদ কোথায়

আদিম কালের বর্বরতাকে সভ্যতার মোড়ক ক্রমশ মানব সভ্যতাকে দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবন জীবিকার জন্য তারা পশু শিকার করলেও তারা স্বভাবগত ভাবে বর্বর কিংবা হিংস্র ছিল এমন তত্ত্বে উপনীত হওয়া উচিত নয়। গোষ্ঠী বিবাদ ছিল। এলাকা দখল ও খাদ্য সংগ্রহ কিংবা পরিবারের দাবিদার নিয়ে রক্তপাত হত। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত নিয়ে জীবনের নিরাপত্তা প্রতি মুহূর্তেই সংকটপূর্ণ ছিল। বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ আর বাঁচার তাগিদ প্রকৃতিগত ভাবেই লড়াকু তৈরি করেছিল মানুষকে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেকাল থেকে একালে খুব বেশি বদলায়নি। কিন্তু যুগে যুগে নানা ধর্মের অনুশাসন রীতি নীতি মানব মনকে লাগাম ছাড়া হতে দেয়নি।

মানব সত্তায় র‍্যাগিং বা নির্যাতনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ছিল কিনা জানা না গেলেও জনজাতি আদিবাসী সমাজে তথাকথিত কিছু কুসংস্কারকে 'সভ্য' সমাজ 'অসভ্য' আখ্যা দিলেও পড়ুয়াদের মধ্যে, সহপাঠীদের প্রতি হিংসার বাড়বাড়ন্ত অত্যন্ত মর্মান্তিক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা সমাজকে অনেক পুরনো কথা মনে করিয়ে দিল। অতীতে চিকিৎসা, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জুনিয়রদের প্রতি মাত্রা ছাড়া বিকৃত উল্লাস অনেকের জীবন হানির কারণ হয়েছিল। কেরালা, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে র‍্যাগিং এর নির্যাতন একদা এমন পর্যায় পৌঁছে ছিল তখন মানবসম্পদ দপ্তরকে কঠোর আইন পাশ করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় অত্যাচারিত ছাত্র বা ছাত্রীর জাতধর্মের ওপর নির্ভর করে বহু ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের মিটিং মিছিল, প্রতিবাদ, ধর্না দেখা গেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে বাংলা প্রথম বর্ষের যে ছাত্রটিকে অকাল মৃত্যু বরণ করতে হল তা এক কথায় নিন্দার ভাষা নেই।

স্বপ্নদীপরা এমনভাবেই ঝরে যায়। প্রশাসন সাময়িক গা ছাড়া দিয়ে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রাঙ্গণে চলে অচৈতন্যের আরাধনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম কিছু সংখ্যক বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীর জন্য কলুষিত হল। ইউজিসির র‍্যাঙ্কে আগামী দিনে হয়ত অবনমন হবে। বাম অতিবাম প্রগতিশীল নানা অভিনব আন্দোলন নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মাঝে মধ্যেই সংবাদ শিরোনামে আসে সেখানে র‍্যাগিং–এর মতো মানসিক ব্যধি এমনভাবে ছড়িয়ে যায় কীভাবে? এমন কী পুলিশের প্রতিও তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষারও প্রয়োজন। যেমনটা দরকার বুদ্ধির সঙ্গে শুদ্ধির। শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আর এক শিক্ষার্থীদের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা সমাজের ন্যায় নীতি ও গণতন্ত্রের প্রতি লজ্জাকর। চিহ্নিত করা হোক র‍্যাগিং এর সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

মনের বৃত্তিই হল বাহ্য বিষয়ে রমন করা, এবং সঙ্কল্প করা। বায়ু এবং বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন নয়, মন এবং সঙ্কল্পও ভিন্ন নয়। পদার্থ রূপে প্রকাশিত যা কিছু, সকলই মন। এহেন মনের ভাবসমন্বিত চৈতন্য হলেন পিতামহ ব্রহ্মা। তেজোময় অতিবাহিক দেহ ধারণ করে তিনি জীব সকলকে আধিভৈতিক বুদ্ধি দান করেন।

সুতরং প্রপঞ্চ ভিন্ন মনের অন্য কোন আকুতি নেই। দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকৃত অর্থে উৎপন্ন হয় না। দ্রষ্টা পরমাত্মায় দৃশ্যভাব আরোপিত হয় মাত্র। চিত্তের মলিনতা বশত। জগৎ দৃশ্যমান হয়, মালিন্য বিদূরিত হলে দৃশ্যদর্শনও থাকে না। দৃশ্য সর্বদা দ্রষ্টার সাথে সংপৃক্ত থাকে; কিন্তু যখন চিত্তমালিন্য থাকে না, তখন দৃশ্য না থাকায় দ্রষ্টা অদ্রষ্টা হয়ে পড়ে। একেই কৈবল্য বলে। কৈবল্যের অবস্থায় সমস্তই আত্মায় পর্যবসিত হয়। স্পন্দনহীন হলে যেমন বৃক্ষ–শাখা–পল্লব স্থির হয়ে যায়, তেমন ভাবে আত্মার সাথে একত্ব লাভে চিত্তের স্পন্দনও থেমে যায়। চিত্তের স্পনন না তাকলে তার বিকার রোগ সমূহ, যেমন রাগ–দ্বেষ–বাসনা–লোভ ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে যায়। যে চৈতন্যময় প্রকাশ হতে দিক–আকাশ–ভূমি ইত্যাদি প্রকাশিত হতে তা তখন অদৃশ্য হয়ে পড়ে। এহেন কৈবল্যে আমি–তুমি, এই জগেরত তাবৎ ভেদ অস্তি শূন্য হওয়ায় দ্রষ্টা আত্মা একরূপতায় নিমগ্ন থাকেন। এমন আত্মকৈবল্যই মোক্ষ, পরমানন্দ।

রাম বললেন,–প্রভো! সর্বদোষের মূল স্বরূপ এই দৃশ্যজগৎ যে একেবারে মিথ্যা, এ আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এবং দৃশ্য দর্শনের এই ব্যাধির উপশম হবে কি করে তা আমায় বুঝিয়ে দিন।বশিষ্ঠ বললেন, শোনো রাম! দৃশ্যের সংস্কার বা বীজ সুষুপ্তি সময়ে বুদ্দিতে এবং প্রলয়কালে প্রকৃতিতে নিহিত থাকে। জাগরণে ও সৃষ্টিকালে তা পুনরায় চিদাকাশে প্রকাশিত হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

তারকেশ্বরের শিবলিঙ্গ

শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার বাঁক নিয়ে হেঁটে পুজো দিতে যান পুন্যার্থিরা। তারকনাথ মন্দির হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার তারকেশ্বর শহরের একটি বিখ্যাত মন্দির। এটি হিন্দু দেবতা শিবের মন্দির। এই মন্দিরে শিবকে "তারকনাথ" নামে পূজা করা হয়। ১৭২৯ সালে নির্মিত এই মন্দিরটি একটি আটচালা মন্দির। মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির আছে। শিবমন্দিরের উত্তর দিকে দুধপুকুর নামে একটি পুকুর আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, এই পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করলে যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ১৭২৯ সালে "বাবা তারকনাথ" নামে পরিচিত এই লিঙ্গের উপর আধুনিক মন্দিরটি গড়ে ওঠে।

'ব্যোম ব্যোম তারক ব্যোম, ভোলেবাবা পার করেগা।'

জয় বাবা তারকনাথ

Kolkata Canvas

স্বাধীনতা শাসককে অমৃত আর শাসিতকে গরল দিয়েছে

নির্মল গোস্বামী

'স্বাধীনতার অমৃত মহাৎসব'–গাল ভরা শব্দ। শুধু শব্দেই আবদ্ধ নয়। প্রচারের ঢক্কা নিনাদে দেশের সব সংবাদ মাধ্যমের পাতা ভরা ছবি নেতাদের। সব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নেতাদের ভোগী ও সুখী সুখী মুখের ছবি। রাজকোষ উজাড় করা খরচের বিজ্ঞাপন দেখে মনে প্রশ্ন জাগে সত্যি কি স্বাধীনতা আম জনতার কাছে অমৃতশ্রাবী হয়েছিল বা এখন শতবর্ষের চার ধাপের শেষ ধাপে এসে কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে অমৃতধারা বর্ষণ করছে কি? এই বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে কবি নজরুলর একটি লাইন খুবই উপযুক্ত মনে হল, 'মোরা স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।'' স্বরাজের বদলে বেগুন পোড়া। ক্রান্তিদর্শী কবির এই কথা স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও একশত ভাগ সত্যি হয়েছে। আর একথাও সত্যি যে নতুন কোনও জিনিস তৈরি করলে তার বিজ্ঞাপন দিতে হয়। আবার আধুনিক বাজার অর্থনীতির নীতি হল প্রোডাক্ট যত নিম্নমানের হোক বিজ্ঞাপণের দৌলতে তা বাজারে বিকিয়ে যাবে অনায়াসে। ফলে কোটি কোটি টাকা দিয়ে সেলিব্রিটিদের ছবি সহকারে বিজ্ঞাপনের বহর বাড়ে। আমাদের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় বাজারে নতুন এসেছে এই অমৃতময় স্বাধীনতা। নয়তো যে স্বাধীনতার হলাহলে জারিত হচ্ছে আম জনতা, সেই হলাহলকে বাজারে অমৃত বলে চালাবার জন্য এতো প্রচারের ঢালাও ব্যবস্থা।

অনেকেই বলতে পারেন যে স্বাধীনতার আবার হলাহল হয় নাকি? এখানে সবই তো অমৃত। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে কোন কিছু মন্থন করে অমৃত পেতে গেলে শুধু অমৃত মেলে না। তার সঙ্গে গরলও উঠে আসে। দানব দেবতাদের মন্থনে ওঠা গরল শিব একা কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। আবার অমৃতের ভাগ শুধুই দেবতারা পেয়েছিল দানবরা বঞ্চিতই ছিল। ছলনা দ্বারা তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম গরল হল দেশভাগ। যার বিষে আজও আমরা জর্জরিত। পাকিস্তানের সঙ্গে তিনটে যুদ্ধ হয়ে গেছে। ধর্মে ধর্মে স্থায়ী বিশ্বাসের বিষ বাষ্পে ছেয়ে আছে দেশ। পড়শী দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম। ৭৫ বছর আমরা স্বাধীন জাতি, স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন অর্থনীতির প্রণেতা আমরা নিজেরাই। শক, হুন, মোগল বা ইংরেজরা নয় দেশ চালনা করে ভারতবাসীরা। আমরা পারিনি দেশবাসীকে ক্ষুধা মুক্ত করতে, পারিনি অশিক্ষার অভিশাপ মুক্ত করতে। পারিনি অপুষ্টির করাল গ্রাস থেকে প্রান্তিক মানুষকে মুক্ত করতে। কোটি কোটি তরুণ তরুণীর স্বপ্ন রোজগারী হবার। সেই স্বপ্ন বাস্তবে অধরাই রয়ে গেল। দেশে বর্তমানে আট শতাংশ বেকার ধরলে প্রায় সাড়ে তের কোটি যুবক যুবতী বেকারত্বের জ্বালায় দিশাহারা, বিপথগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশ বলতে বুঝিয়ে ছিলেন রাম কৈবর্ত আর হাসিম শেখদের। সেই তারা ইংরেজ রাজত্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। স্বাধীনতা যদি সত্যিই অমৃতশ্রাবী হত তাহল এদের অবস্থার আমূল বদল হতো। কিন্তু হল না। মনে প্রশ্ন আসে, গলদ কোথায়? দেশের সম্পদ তো কম নেই। খাদ্য স্বনির্ভর দেশ। অথচ আজও ২০ কোটি মানুষ একবেলা খেতে পায়, খালি পেটে ঘুমতে যায়।

ওদিকে খোলা আকাশের নীচে খাদ্য শস্য পড়ে পড়ে নষ্ট হয়। হাজার হাজার মেট্রিকটন চাল গম নষ্ট হয়ে যায়। শোনা যায় সরকারী উদাসীন্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করা হয়, যাতে বিয়ার কোম্পানিগুলি নামমাত্র দামে তা কিনতে পার।

একথা ঠিক যে যারা চুক্তি করে স্বাধীনতার নামে দেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষীগত করেছিল তাদের কাছে স্বাধীনতা অমৃত ভাণ্ড উজাড় করে দিয়েছিল? এবং আজও শাসক শ্রেণি ধারাবাহিকভাবে অমৃত চেঁটেপুটে খাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভি আই পি (যারা সরকারী খরচে রান্নার গ্যাস, ইলেক্ট্রিক, থাকা খাওয়া এবং পেনশন পান) ৩০০ থেকে ৪০০ আর ভারতবর্ষে সেই সংখ্যাটা ৪১ হাজারের মতো। আমাদের দেশের রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ীরা মিলে মোট ২০০০ জন, যারা কর ছাড়ের জন্য সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে যার মোট পরিমান হল ৩৫৮,৬৭৯,৮৬৩,৩০০,০০০ কোটি টাকা। প্রায় ১.৩ ট্রিলিয়ান ডলার। এই টাকায় ভারতকে দশটা আমেরিকায় পরিণত করতে পারত। অথবা আগামী ১০০ বছরের জন্য ভারত একটি উন্নত পরাশক্তিধর দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে পারত। যারা কথায় কথায় হাজার হাজার কোটি টাকা লোন পায় এবং ইচ্ছা মতো দেশ ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিক হয়ে সুখে দিন যাপন করে তারাই স্বাধীনতার অমৃত রসে পুষ্ট হয়।

স্বাধীন দেশ, দেশের সংবিধান আছে, আইন আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে, সরকার আসে আইনের শাসক কায়েম করার জন্য। এই দেশে শাসক আর শাসিত এক শ্রেণিতে পড়ে না। চোর শাসক, জেলখাটা শাসক, ভোট লুট করা শাসক, হকের চাকরি চুরি করা শাসক, দেশের টাকা লুট করা শাসক ক্ষমতার দখল পেতে সকলেই পংক্তি ভোজনে বসে পড়ে। তাদের মনে দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, অনুশোচনা নেই। কোন কিছুই তাদের এক হতে বাধ সাধে না। কিন্তু শাসিতরা এক দেশে বাস করেও বহুধা বিভক্ত। তাদের জাত আছে, ধর্ম আছে, সম্প্রদায় আছে, জনজাতি আছে, আদিবাসী আছে, ভাষা আছে, ছোট জাত, বড় জাত, ব্রাহ্মণ–চামার আছে তাই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে সহজেই তুচ্ছ ইন্ধনেই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মা বোনেদের উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটায়। নির্বিবাদে খুন করে ঘর পোড়ায়। শাসকের ভাড়াটে সৈন্যের মতো প্রতিবেশিকে মারবার জন্য ঘরে বোমা মজুত করে। সেই বোমায় ভাগনার হাতপা উড়ে যায়। কখনও বা আপন সন্তানের। মাসিক ৫০০ টাকা অথবা ৫ কেজি চালের বিনিময়ে বোধ বুদ্ধি বিকিয়ে দেয়। পছন্দের শাসকদের জেতাবার জন্য নিজে মরে কিংবা অপরকে মারে। কারণ বাঁচার একটাই রাস্তা। স্বাধীনতা ৭৫–এ পা দিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা সবার হাতে কাজ, সকলের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করতে অপারগ। তাই একটু সুযোগ, একটু সুবিধা পেতে এরা শত অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে চলতে চায়। প্রতিবাদ করলেই গাঁজা কেসে ধরিয়ে দেয়। বশংবদ পুলিশ ধরে মিথ্যা মামলা দেয়। বছর ভোর জেল খেটে তবে ছাড়া পায়। কেন জেল খাটতে হল? স্বাধীন দেশের আইন বিচার কোথায়? প্রশাসন আর দল মিলে ভোট লুট করতে পারে যারা তারাই স্বাধীনতার বরপুত্র। আর যারা বিনাদোষে জেল খাটে। বিনা কারণে লড়াই করে মরে। যারা হাল টানে, দাঁড় ধরে থাকে চিরকাল তারাই স্বাধীনতার গরলকে প্রতিনিয়তই গলাধঃকরণ করে বেঁচে থাকে স্বল্প কাল। শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হতে ক্ষয় হয় যৌবন–জীবন। পতাকা হাতে কখনও কখনও লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। স্বাধীন দেশের সুখী জীবন এদের অধরাই থেকে যায়।

মণিপুরে কোন ম্যাজিকে সূর্যোদয় জানতে চায় ভারতবাসী

প্রতিরুদ্ধ বাউল

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

ভারতের ইতিহাসে মনিপুরের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেষ্ঠ পান্ডব অর্জুন সুন্দরী মনিপুর কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে সেখানে আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের পুত্র বোক্রুবাহন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। এরপর সেখানে পাঠানদের আগমনে মুসলিম সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। এরপর সেখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এছাড়াও তিব্বত ঘেঁষা চিনপন্থী কুকিদের আগমন ঘটে সেখানে। এরাই মৈতেই, পাঙ্গাল, কুকি, নাগা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। মনিপুরের মূল জাতি সংখ্যালঘু ৫৩শতাংশ মৈতেই সম্প্রদায়ার বসতি ১০শতাংশ জমি নিয়ে ইম্ফল উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। বাকি ৯০শতাংশ অংশ নিয়ে গঠিত সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস বাকি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলির। মৈতেইদের আবার পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস নিষিদ্ধ। অথচ ইম্ফল উপত্যকায় সকলেরই বসবাসের অধিকার রয়েছে। এইসব প্রাচীন বঞ্চনা নিয়ে মনিপুর ১৯৪৯ সালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ১৯৫৬ সালে কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হয় এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। অর্থাৎ মনিপুর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ভোগ করছে ৫০বছরের উপর। যার বেশিরভাগটাই দেশে শাসন করেছে কংগ্রেস। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের প্রতাপ চলছে, সঙ্গে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশ সিপিআই। অন্যান্য আঞ্চলিক দলের তখন জন্মই হয়নি। সৃষ্টি হয়নি বিজেপিরও। এরপর একের পর এক রাজনৈতিক প্রবাহ বয়ে গেছে, কিন্তু মণিপুরে জাতপাতের মধ্যে বিশ্বাসের আবহ গড়ে ওঠেনি। ফলে সব জাতের মধ্যেই না পাওয়ার ক্ষোভ জমতে থাকে।

মৈতেইদের ক্ষোভ নিরসনে মনিপুর হাইকোর্ট এবছর ১০ এপ্রিল মনিপুর সরকারকে মৈতেইদের তফশিলি উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। অপরদিকে দানা বাঁধে আর একটি ক্ষোভ। কুকি সহ অন্য উপজাতি গোষ্ঠী ভাবে তাদের তালিকায় মৈতেইরা ঢুকলে তাদের সুযোগ সুবিধা কমে যাবে। ৩ মে থেকে শুরু হল হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আগুন জ্বলল, রক্ত ঝরলো। প্রথমদিকে চুপ করে রইল সকলেই। কেন্দ্র, রাজ্যের সরকার, ছিট বড় বিরোধী সবাই নীরব দর্শক। হিংসা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল শুরু হল রাজনীতি। আগুন নিভল না, রক্ত ঝরতেই থাকল, নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করলেন মহিলারা। এসব থামাবার উপায় বার না করে শুরু হল সংসদের নাটক। জনগণের করের টাকায় খেয়ে ঘুমিয়ে, ঠান্ডা ঘরে মূলতুবি হতে থাকল অধিবেশন। আলোচনা নেই, সমাধান নেই, শুধুই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লড়াই। এল লোক দেখানো অনাস্থা প্রস্তাব, এল বহু আকাঙখীত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। তাতে মনিপুরবাসীর কি লাভ হল কে জানে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে মনিপুরের মৈরাঙে পা রেখেছিলেন। তিনি থাকলে হয়তো আমরা অন্য মনিপুর পেতাম।

প্রশ্ন, এরপর কি? ভারতের সস্তা রাজনীতি চলতে থাকবে আর মনিপুর জাত পেতে জ্বলতে থাকবে? ইতিমধ্যে ৫৪ জনের প্রাণ গেছে, জখম ১৫০ জন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন মণিপুরে নাকি শান্তির সূর্যোদয় ঘটবে। ৫০ বছরেও যে সূর্যোদয় এল না তা কোন ম্যাজিকে ৩ মাসে আসবে তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভারতবাসী।

দেশ দেশান্তরে

শিক্ষার অধিকার

প্রণব গুহ

শূন্যস্তু বিশ্বে অমৃতস্ব পুত্রাঃ, অর্থাৎ সমগ্র এই বিশ্বে সকলেই অমৃতের পুত্র। বসুধৈব কুটুম্বকম, অর্থাৎ এই পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। ভারতীয় শাস্ত্রের এই বাণী দুটি যদি চিরন্তন সত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে তা নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। তা যদি না হত তবে ইউক্রেনে যে নিরপরাধ অমৃতের পুত্ররা বেঘোরে মরছে বা তালিবানি শাসনে যে আফগান কন্যারা প্রতিদিন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে নিশ্চই আত্মীয়রা রুখে দাঁড়াতো। কোথায় তা তো হচ্ছে না।

রাশিয়া আজও ইউক্রেনবাসীকে ধ্বংস করতে মরিয়া। আফগানিস্তানে তালিবানরা মেয়েদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে প্রতিদিন নতুন নতুন ফতোয়া জারি করছে। অথচ বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি চুপ করে আছে। এমনকী রাষ্ট্রসংঘের মুখেও কোনো কথা নেই। মানবাধিকার নিয়ে যারা প্রতিদিন বিবৃতি দিয়ে বাজার গরম করে তারা সব ঘুমিয়ে কাদা। কোনো দেশেই তালিবানি ফতোয়ার বিরুদ্ধে কেউ পথে নেমে প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে না। ভারতের প্রগতিশীল বাংলায় যেখানে কিউবা, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিন নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা মিছিল মিটিংয়ে ফাটিয়ে দেন, আফগান মেয়েদের করুণ অবস্থা তাদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারছে না। এরা সব বাবুরাম সাপুড়েদের কাছে বিষহীন, ফোঁসহীন বিষয়ের খোঁজ করে। পেলে লাঠিসোটা নিয়ে নেমে পড়ে। তালিবানদের তো ফোঁস আছে, তাই চুপচাপ থাকাই শ্রেয়।

গত ডিসেম্বর মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াশুনার উপর কোপ পড়েছিল আফগানিস্তানে। জারি হয়েছিল নির্দেশিকা। এবার ১০ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের জন্য বন্ধ হল স্কুলের দরজা। এমনকী ১০ বছরের কম হলেও কেউ যদি মাথায় একটু লম্বা হয় তারও স্কুলে যাওয়া নিষেধ। এসব অবাধে চললেও কেউ সাহস করে এগিয়ে আসছে না আফগান মেয়েদের দুঃখ ঘোচাতে। ভারতে জাত পাতে ছোট একটা

ঢিল পড়লেই আলোড়ন পড়ে আমেরিকা ইংল্যান্ডে, আফগানিস্তানে যে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার খর্ব হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে নারাজ।

অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধহং দেহি মনোভাব চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইউক্রেনবাসীকে অমৃতের পুত্র বলে ভাবে না। তাদের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তাও স্বীকার করে না। তাই নির্বিচারে ইউক্রেনীয়দের মারতে তাদের হাত কাঁপে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ কোন পৃথিবী যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার, শিক্ষার অধিকার লুণ্ঠিত হয় নির্বিবাদে। কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় না। পৃথিবীতে এখন এমন কোনো নেতার আবির্ভাব ঘটে না যিনি সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে প্রতিবাদ করতে পারেন, সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশকে একত্রিত করে রুখে দাঁড়াতে পারেন মানুষের অধিকার রক্ষায়। এতো ধর্মের সঙ্গে অধর্মের লড়াই, শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব। ভারতে সত্য যুগ থেকে এমন পরিস্থিতিতে সত্য প্রতিষ্ঠায় ভগবান বারবার অবির্ভুত হয়ে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনই পারে অশান্ত ব্রম্ভাণ্ডকে শান্ত করতে। কারণ প্রতিযোগিতা নয় সহাবস্থানই পৃথিবীর ভিত্তিভূমি।

পাঠকের কলমে

শ্রাবণের উৎপাত

প্রকৃতিতে শ্রাবণ যেমন জীবনের ধারা নিয়ে উপস্থিত হয়, তেমনই ভারতীয় শাস্ত্রে শ্রাবণ মাসের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শ্রাবণ মাসকে আদি দেব শিবের প্রিয় মাস বলে ধরা হয়, কারণ পার্বতীর পুনর্মিলনের তপস্যায় এই মাসেই তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেব। পুনর্মিলন ঘটেছিল শিবরাত্রির দিন। তাই এটা শিবভক্তদের আনন্দের মাস। সারা ভারবর্ষের শৈবতীর্থে ভক্তরা দেবাদিদেবের আরাধনায় মেতে ওঠেন। বলা হয় এই সময় শিবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে শিবের আশীর্বাদে মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

অন্যদিকে, এই শ্রাবণ মাসেই ত্রিভুবনকে রক্ষা করতে সমুদ্র মন্থনে ওঠা তীব্র হলাহল বা বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন মহাদেব। তখন যন্ত্রণা কমাতে দেবতারা নীলকণ্ঠের মাথায় গঙ্গাজল ও দুধ ঢেলেছিলেন। সেই থেকে শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালার প্রথা চলে আসছে। এই মাসে শিবভক্তরা অনেক কষ্ট সহ্য করে দূরদুরান্তে গিয়ে শিবের মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢালেন আর নিজেদের জীবনের বিষ নিরসনের প্রার্থনা করেন।

আবার শিব আরাধনায় সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সোমবারের। দেবাদিদেব শিবের আর এক নাম সোমনাথ। কারণ তিনি সোম অর্থাৎ চন্দ্রকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। এমনকী অর্ধসোম বা অর্ধচন্দ্রকে তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। ফলে সোমবারকে শিবের প্রিয় বার হিসাবে ধরা হয়।

সবমিলিয়ে শ্রাবণ মাস বিশেষ করে এই মাসের সোমবার শিবসাধনার সুসময় বলে গণ্য হয়। আর শিব সাধনা মানে উৎশৃঙ্খলভাবে নেশাগ্রস্থ হয়ে হট্টগোল করে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়া নয় বা বিশাল বিশাল প্রতিকৃতি নিয়ে ডিজে বাজিয়ে নৃত্য করা নয়। শিবসাধনা মানে শান্ত পবিত্র দেহে মনে দুধ গঙ্গাজল ঢেলে ব্রত পালন করে দেবাদিদেবের আরাধনা করা। একমনে বসে শিবের ধ্যান করা। শিবের মন্ত্র জপ করা। শঙ্করাচার্যের শ্লোক পাঠ করা।

কিন্তু বলতেই হবে আজকে বাংলায় শ্রাবণ মাসে শিব আরাধনার নামে যা হচ্ছে তাকে শিব সাধনা না বলে উৎপাত বলাই ভালো। আরও আশ্চর্যের হল রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলেও এর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় নেতা বা সংস্থার কোনো প্রতিবাদ নেই। তাঁরা কি সনাতন বা হিন্দু ধর্মটাকে আবেগ ও উৎশৃঙ্খল উন্মাদনায় এভাবেই রেখে যেতে চান। প্রশ্ন রইল।

বিজন দাস
কালীঘাট, কলকাতা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাছ চাষের জন্য চাষিদের প্রয়োজন বড় পুকুর এবং প্রচুর পুঁজি। আপনিও যদি মাছের ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে এটি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই এবং একটি বড় পুকুর তৈরি করার প্রয়োজন হবে না। মাছ চাষের এই নতুন কৌশলকে বলা হয় বায়োফ্লক। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি খুব কম জায়গায় প্রচুর মাছ উৎপাদন করতে পারবেন।

বায়োফ্লক প্রযুক্তি কি?

বায়োফ্লক হল মাছ চাষের একটি নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যাতে মাছের মলমূত্র, তাদের অবশিষ্ট খাদ্য এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থকে বৈজ্ঞানিকভাবে মাছের খাদ্য হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। এভাবে মাছ চাষের জন্য বড় ট্যাংক তৈরি করা হয়। এই ট্যাঙ্কের আকার আপনার মাছের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

এই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে বায়োফ্লক নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বর্জ্য পদার্থ পচে যায়। এই কৌশলে সিমেন্টের তৈরি ট্যাঙ্কে মাছ রাখার পর তাদের খাবার দেওয়া হয়। এই মাছগুলো যে খাবার খায় তার ৭৫ শতাংশ মল ত্যাগ করে এবং বায়োফ্লক ব্যাকটেরিয়া সেই মলকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে, যা মাছ আবার খায় এবং তাদের বৃদ্ধি খুব ভালো হয়।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে ব্যয়

মাছ চাষের জন্য ২০ হাজার লিটার ধারণক্ষমতার ট্যাঙ্ক তৈরি করলে মোট খরচ হতে পারে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে এই ট্যাঙ্কটি 5 থেকে ৭ বছর ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে আপনি ৬ মাসে ৪ থেকে ৫ কুইন্টাল মাছ পেতে পারেন, যা বাজারে বিক্রি করা যায় এবং আপনি প্রচুর লাভ করতে পারেন।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সুবিধা

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষ খরচ কমায় এবং খামারের সীমিত এলাকায় এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কম পরিশ্রমে বেশি মাছ উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতে চার মাসে মাত্র একবার পুকুর জল দিয়ে ভরাট করতে হয় এবং কাজের জন্য কম শ্রমিকও লাগে।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ

বায়োফ্লক প্রযুক্তি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গ্রাম পর্যন্ত কৃষকদের শিক্ষিত করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ পদ্ধতিতে শ্রমের প্রয়োজন কম হওয়ায় কর্মসংস্থানের উপায় কমে যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তি শুধুমাত্র একটি সীমিত এলাকার জন্য, এটি একটি বড় স্কেলে প্রয়োগ করা যাবে না।

বায়োফ্লক পদ্ধতি কী?

মাছ চাষের একটি নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

মাছ চাষের জন্য বড় পুকুর তৈরি করার প্রয়োজন নেই।

মাছের খাদ্য হিসেবে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা।

মাছ চাষ এর জন্য লাগতে পারে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা।

রোপণের জন্য মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতনিধি : ফসলের উৎপাদন অপ্টিমাইজ করা, অতিরিক্ত সারের প্রবাহ এবং লিচিং দ্বারা পরিবেশকে দূষিত করা থেকে রক্ষা করা, উদ্ভিদ সংস্কৃতি সমস্যা নির্ণয়ে সহায়তা করা, ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার পুষ্টির ভারসাম্য উন্নত করা এবং অর্থ সাশ্রয় করা। এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করে শক্তি সংরক্ষণ করুন। মাটি পরীক্ষা এবং সঠিক সার প্রয়োগের আকারে সঠিক মাটি ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ এবং আর্থিকভাবে ন্যায়সঙ্গত। মৃত্তিকা পরীক্ষা কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তাদের ফসলের জন্য ভাল কি না।

মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব কী?

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ও পুষ্টিকরতা নির্ধারণ করা যায়

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির রঙ নির্ধারণ করা যায়

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির উপাদান সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির দুর্বলতা নির্ধারণ করা যায়

মাটির ধরন, পুষ্টির অবস্থা এবং মাটি ও মাটির উপ-মাটির স্তরের অন্যান্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফল গাছ নির্বাচন করা হল একটি বাগানের পরিকল্পনা করার সময় প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাগান রোপণের আগে মাটি বিশ্লেষণ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কে জানাতে উপযোগী। ফলের ফসল জৈব পদার্থ থেকে প্রচুর উপকার করে কারণ এটি মাটির গঠন, আর্দ্রতা ধরে রাখার এবং পুষ্টির 'আধার হিসেবে কাজ করে পুষ্টির প্রাপ্যতায় অবদান রাখে। দ্বিতীয়ত, মাটির pH পুষ্টি ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। বেশির ভাগ ফল গাছ মাটিতে ভালো কাজ করে যার pH 6.5 –7.5 এর মধ্যে থাকে।

আরও পড়ুনঃ ছোলা চাষ এবং এর উপকারিতা জেনে নিন

যেমন, বেশিরভাগ পুষ্টি উপাদান এই pH পরিসরে উদ্ভিদের জন্য উপলব্ধ। উদাহরণস্বরূপ, সাইট্রাস প্রজাতির কিছু গাছ, পীচ, নাশপাতি, আম ক্ষারীয়তা সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে, কিছু ফলের গাছ যেমন বের, খেজুর, পেয়ারা এবং আমলা পিএইচ 9.0. প্রাপ্ত মাটিতেও খুব সহজেই ভাল কাজ করতে পারে।

মাটির নমুনা নেওয়ার সময়

অন্যান্য ক্ষেতের ফসলের তুলনায় ফলের গাছগুলি দীর্ঘমেয়াদী এবং গভীর মূলের ফসল যার প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি। তাই, ভালো মানের ফল ও নেট লাভের জন্য কৃষককে যে ক্ষেতের বাগান স্থাপন করতে হবে তার বিভিন্ন মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, রোপণের আগে সর্বদা মাটি পরীক্ষা করা উচিত কারণ এটি বাগান রোপণের উপযুক্ততা বিচার করার সর্বোত্তম হাতিয়ার। বাগান রোপণের আগে মাটি বিশ্লেষণ আমাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রয়োজন ভিত্তিক মাটি সংশোধনের একটি ধারণা দেয়।

ডেঙ্গু রুখতে বারাকপুর মহকুমার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে বারাকপুর মহকুমার প্রশাসনিক ভবনে সোমবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় প্রতিটি পুরসভার বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করবে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন ডেঙ্গু নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসনের কর্তারা প্রতিটি পুরসভাকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় আরও বেশি করে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন। জেলা জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও নিউ বারাকপুরে সংখ্যাটা কম। জেলা প্রশাসন নিউ বারাকপুর পুরসভাকে পরিচ্ছন্নতা ক্লিনচিট শংসাপত্র দিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার (সুডার) দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক এমটোলজিস্ট ডাঃ পারমিতা মুখোপাধ্যায় নিউ বারাকপুর

পুরসভার ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গি সমীক্ষার কাজ করেন। সাথে ছিলেন দুটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন কুমার দে, সুদীপ ঘোষ, পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শংকর সিংহ রায়, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের স্বেচ্ছাসেবক, স্বাস্থ্যকর্মীরা। সুডার আধিকারিক ওয়ার্ডের নাগরিকদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে কোথাও জমা জল রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখেন এবং পুরসভার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও পরিদর্শন করেন। বাসিন্দাদের সচেতন করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুলের টব, ড্রেনে নর্দমায় জঞ্জাল স্তূপাকৃতি এলাকায় জমা জলে এডিশ মশার লার্ভা উপদ্রব আছে কিনা টর্চ মেরে সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি নির্মীয়মাণ বাড়িতে ও দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা লোহার রড সহ পিলারের গর্তে ও জমা জলে মশার বংশবিস্তার করা লার্ভার কোন ও শূককিট আছে কিনা খুঁটিনাটি তদন্ত করেন। সুডার আধিকারিক ডাঃ মুখোপাধ্যায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন নিউ বারাকপুর পুরসভার ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের বেশ কিছু বাড়িতে ঢুকে ডেঙ্গির সার্ভে করে। বাসিন্দাদের আরোও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন বিকেলে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে পুরসভার ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সুপারভাইজার, বাড়ি বাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, ভিসিএম এবং নির্মল বন্ধুদের নিয়ে এক জরুরী সভা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সহ সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন।

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী মাধুরী রাণী কর্মকার ও বিন্দু রাণী সাহা, সিনিয়র ডিভিশন রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র সুনীল কুমার যাদব, রেলওয়ে অফিসার অর্জুন সিং প্রমুখ।

মাহালি পাড়ায় নিখিল বঙ্গ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতনিধি : বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়ার বাগডিহা গ্রামের মাহালি পাড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শুরু হয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি। তৈরি হচ্ছে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার খসড়া, প্রত্যেক পরিবারের জন্য সবজিবাগান। যাতে নিজেরা চাষাবাদ করে দুমুঠো ভাতের সাথে কিছু পুষ্টি পায়।

পরিকল্পনা কেমন চলছে তা সরেজমিনে দেখতে গত সোম ও মঙ্গলবার এক টিম পৌঁছায় মাহালি পাড়ায়। ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দীপক কুমার বড়পান্ডা, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, সমিতির সহ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী, সদস্য চৈতালি গুহ, আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, চিত্রসাংবাদিক অরুণ লোধ প্রমুখরা। সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। মহিলাদের মধ্যে বিতরন করা হয় শাড়ি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ওয়েলফেয়ার সমিতির কর্ণধার স্বপন চক্রবর্তী ও অসিত মন্ডল।

পরিকল্পনামাফিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে টিমের সদস্যরা জানান তারা পরিকল্পনা রূপায়নে আশাবাদী।

মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের কালী নগর সাবমেরিন ক্লাবে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি রূপায়িত হল। শোভাযাত্রা, পতাকা উত্তোলন, শপথ গ্রহণ, ৭৫টি বৃক্ষ রোপণ করার পর গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। যে মাটি যাবে দিল্লিতে। এদিন প্রাক্তন ১৫ জন সেনাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, আমাদের মাটি আমাদের দেশ। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে তার দেশের মাহাত্ম্যের কথা। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে সূর্যসারথী সংঘ খুব সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশন করে। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক আদিত্য দাস, দেবাশিস চৌধুরী, আশিস রায়, কামিনীকুমার গুছাইত, সহ জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, সাউথ বাওয়ালী পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মাল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়। গত ১০ আগস্ট বাসন্তী ব্লকে সবুজ বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র ম্যানগ্রোভ রোপণ করে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতা জুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার তত্ত্বাবধানে। নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক, হিন্দ সংঘের সদস্য এবং সশস্ত্র সীমা বল জওয়ানদের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা বয়েজ হাই স্কুল এবং চেতলা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। এছাড়াও দেশ গঠনের শপথ নেয় সকলে। বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-এর ডেপুটি কম্যান্ডার রবি শংকর কুমার, এএসআই সুদীপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার ভারতপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, চেতলা বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব কুমার কর এবং চেতলা গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সত্যবতী নাডকার।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু

প্রথম পাতার পর

যখন রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে এবং বাড়ছে মৃত্যুর হারও। এ প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠকও হয়েছে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে। এসত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে আসা ট্রাকগুলির চালক ও খালাসিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে না। তারা অবাধে ঢুকে পড়ছে দেশে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সীমান্তদ্বয়ের অভিবাসন দপ্তরগুলির পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি ডেঙ্গু পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বসিরহাট এসডিও ও বাগদা বিডিওকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তারা ফোন ধরেননি। তবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, 'এ প্রসঙ্গে আমার কোনও মন্তব্য করার রাইট নেই। একমাত্র স্বাস্থ্যভবনই যা বলার বলতে পারে। তবে পরিস্থিতি আগে চেয়ে অনেকটা ভাল। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

সভাপতির অপসারণের দাবি

প্রথম পাতার পর

অথচ বাদ পড়া মণ্ডল সভাপতিরা দুর্দিনে দলের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছেন। আরো শোনা যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক অনিয়ম হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কেওড়াডাঙার ২০৯ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী ভোলানাথ মণ্ডল শাসক দলের দুষ্কৃতিদের হাতে মার খেয়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মারা যাবার পর, সেখানে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা নিয়ে অভিজিৎ সরদার উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো পোস্ট মর্টেম ছাড়াই ভোলানাথ মণ্ডলকে দাহ করা হয়। এই বিষয়টি নিয়েও বিজেপির অন্দরে নানা প্রশ্ন আছে। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে শাসক দলের সঙ্গে নাকি বিজেপি সভাপতির তলে তলে যোগাযোগ আছে। যার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ, সেই অভিজিৎ সরদার এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন যারা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিল তারা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে গিয়েছিল। ৫ আগস্ট বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল অভিষেক, তাই বিজেপি কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। তিনি আরো বলেন, আর্থিক তছরূপের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। যারা যোগ্য তারা যথার্থ পদ পেয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তো জেলাতে একটা আসনও পাননি, সমিতিতে একটা পঞ্চায়েতে ২৫টা।

এত খারাপ ফলাফল হলো কেন? সে প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন ফলাফল ভালোই হয়েছে, লড়াই প্রতিরোধ করে কর্মীরা জয় এনেছে। জেলার সহ সভাপতি সবিতা চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, বিজেপির কার্যালয় আমাদের কাছে মন্দির। সেখানেই বিক্ষোভ জানিয়েছি।

জমি জমা নিয়ে মারপিট ধৃত এক

নিজস্ব প্রতনিধি : জমি জমা নিয়ে মারপিটের অভিযোগে তুলসিঘাটা থেকে ধৃত একজনকে শনিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানার মনিরতট ১২ নং এলাকায় জমির

মাপঝোঁক নিয়ে এক ব্যাক্তির সাথে বচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বকুলতলা থানায় আলি হাসান গাজীর নামে অভিযোগ দায়েরের পরে শুক্রবার তুলসিঘাটা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে বকুলতলা থানার পুলিশ।

সভাপতিকে জুতোপেটা মহিলা কর্মীর

অরিজিৎ মন্ডল : হাইকোর্ট চত্বরে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি প্রদ্যুত বৈদ্যকে জুতো পেটা করছে দলেরই মহিলা কর্মীর সেই ছবি এখন ভাইরাল। জানা যায়, কুলপি বিধানসভার পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা নিয়ে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে যান প্রদ্যুৎবাবু। সেখানে তাঁকে জুতোপেটা করেন বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি আমবিয়া বিবি। এ বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে আমবিয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্র থেকে আসা সমস্ত টাকা প্রদ্যুৎবাবু আত্মসাৎ করেছেন। আর তা নিয়ে বলতে গেলে আমবিয়াকে মারধরের পাশাপাশি তার সম্মানহানি করার চেষ্টা করা হয়। এ বিষয়ে প্রদ্যুৎবাবু বলেন, এই ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেস চক্রান্ত করে করিয়েছে। তবে এইভাবে জেলার সভাপতিকে প্রকাশ্যে জুতো মারার ঘটনায় অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে বিজেপি শিবির।

নাবালিকা নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার পুনপুয়ায় প্রতিবেশি দুই নাবালিকাকে মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে বহু দিন ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পুনপুয়ার বাড়ি থেকে ধৃত এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার পুনপুয়ার ঐ দুই নাবালিকার পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগের পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ পুনপুয়ার বাড়ি থেকে গৌতম মন্ডল অরফে লালটুকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ও ঐ দুই নাবালিকার পরিবারের তরফে জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে সম্পর্কে নাতনি হওয়া দুই প্রতিবেশি নাবালিকাকে বাড়িতে ডেকে দিনের পর দিন মোবাইল ফোনে অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করতো।এবং তাদেরকে বাড়িতে এই ঘটনা জানালে মারধরের ভয় দেখাতো।গত রবিবার প্রতিবেশীদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা হাতে নাতে ঐ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে এবং তাঁর পরে তাঁর কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়।এবং সোমবার জয়নগর থানায় এসে ঐ ব্যক্তির নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। আর তার পরেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় ঐ যুবক। যৌন নির্যাতনের স্বীকার হওয়া দুটি নাবালিকার বয়স আট ও নয় বছর।আর ধৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছর। জয়নগর থানার পুলিশ ঐ দুই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

বর্ধমানে চোখের জলে বনবিড়ালকে বিদায় শিক্ষিকার

দেবাশিস রায় : দেড় বছর ধরে মাতৃ স্নেহে লালনপালন করার পর অবশেষে চোখের জলে একটি বনবিড়ালকে বিদায় জানাতে বাধ্য হলেন বর্ধমানের এক শিক্ষিকা। দেশের বন্যপ্রাণ আইনে কোনও বন্যপ্রাণীকে বাড়িতে পোষ্য রূপে লালন পালন নিষিদ্ধ। যেকারণেই শেষমেশ নিজের অন্যতম প্রিয় পোষ্য পুষ্পা ওরফে পুপাকে বুধবার বনদপ্তরের উদ্দেশে তুলে দিলেন বর্ধমান শহরের নতুনপল্লির বাসিন্দা বিপাশা বিশ্বাস। এদিন আদরের পুপাকে বিদায় জানানোর সময় বিপাশাদেবী চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক আগে বর্ধমানের একটি হাউসিং কমপ্লেক্সের হাইড্রেন থেকে বনবিড়ালের একটি শাবক উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন নতুনপল্লির বাসিন্দা বিপাশা বিশ্বাস।পেশায় শিক্ষিকা বিপাশাদেবী সেদিন কিন্তু বিড়ালছানা ভেবেই বনবিড়ালের শাবকটিকে বাড়িতে এনেছিলেন। তাঁর বাড়িতে আরও কিছু পোষ্য বিড়াল রয়েছে।সেগুলিকে তিনি নানা নামে ডাকেন। উদ্ধার হওয়া বনবিড়াল শাবকটিকে তিনি পুষ্পা নাম দিয়ে ওইসব পোষ্যের সঙ্গেই মাতৃ স্নেহে লালনপালন করতে থাকেন। এভাবেই মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর বিপাশাদেবীর নজরে পড়ে পুষ্পার অস্বাভাবিক এমন কিছু আচরণ যেগুলি গৃহপালিত বিড়ালের স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই

নয় পুপার শারীরিক গঠনেও বেশ ফারাক দেখা দিতে থাকে।এমন সব রকমসকম দেখে একসময় ওই শিক্ষিকার মনে হয়েছিল এটা কোনও সাধারণ বিড়াল নয়।তারপর তিনি বর্ধমান বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে বিস্তারিত জানান। প্রাথমিকভাবে বর্ণনা শুনে বনদপ্তর পুপাকে বাঘরোল (fishing cat) মনে করলেও আদতে সেটি একটি বনবিড়াল (jungle cat) রূপে চিহ্নিত হয়।এরপরই পোষ্য বনবিড়ালটিকে শিক্ষিকার বাড়ি থেকে উদ্ধার সহ পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।এই উদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বর্ধমানের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এদিন ওই সংস্থার একাধিক সদস্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বনবিড়ালটিকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করতে সক্ষম হন। সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা অর্ণব দাস বলেন, আজ বর্ধমানের নতুনপল্লি এলাকার বিপাশা বিশ্বাসের বাড়ি থেকে আমরা তিনজন মিলে একটি জাঙ্গল ক্যাটকে নির্বিঘ্নে উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এরপর সেটিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বনবিড়াল এক ধরনের বন্যপ্রাণী। তাই এক্ষেত্রেও বন্যপ্রাণ আইনের কড়াকড়ি রয়েছে। সেই কারণেই বনবিড়ালকেও পোষ্য রূপে নিজের কাছে রাখা যায় না। অন্যতম প্রিয় পোষ্য পুপার প্রসঙ্গে এদিন বিপাশা বিশ্বাস জানিয়েছেন, বছর দেড়েক আগে তিনি বিড়ালছানা মনে করে হাইড্রেন থেকে একটি বনবিড়ালের বাচ্চাকে উদ্ধারের পর এতদিন ধরে লালনপালন করেছেন। তিনি বলেন, এতদিন পর একটা প্রাণী আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার কাছে খুব কষ্টের। কিন্তু, ওকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।বনদপ্তরের কাছে সারেন্ডার করতে হবে।ও তো ডোমেস্টিক নয় ও বন্যপ্রাণী। কষ্ট হলেও আমার কিছু করার নেই।প্রায় একটানে কথাগুলি বলতে বলতেই নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না বিপাশাদেবী। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

মহানগরে

টিউশনিতে শিক্ষকদের কড়া বার্তা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে কড়া বার্তা রাজ্যের। নিয়োগ দুর্নীতির মাঝেই এবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। প্রথমে তৈরি করা হবে সেইসব প্রাইভেট টিউশনিওয়ালা শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের তালিকা। এই তদন্তে উঠে আসা শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন করা নিষেধ। কিন্তু তারপরেও একাধিক জেলায় কর্মরত সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশনি করছেন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন জেলায় কর্মরত শিক্ষকশিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, একাধিক জেলায় শিক্ষক–শিক্ষিকার নাম পাওয়া গিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শক তদন্ত শুরু করার নির্দেশ পেয়েছে। স্কুলের নাম এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নাম উল্লেখ করে জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক দফতরের আধিকারিকদের তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তদন্তের ফলেই যাদের নাম উঠে আসছে তাদের তদন্তকারী সদস্যদের মুখোমুখি হতে হবে বলে জানা গিয়েছে। তারপর এই সদস্যরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে সেই রিপোর্ট পাঠাবে। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি খুব দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

রেড ওয়াইনের বিএফটিএ অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেড ওয়াইন এন্টারটেনমেন্ট–এর উদ্যোগে আগামী ১৩ আগস্ট নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, বেঙ্গলি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড (বিএফটিএ)–২০২৩। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সংস্থার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বিচারক ও জুরি সহ টেলিফিল্মের বেশ কিছু অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ। উপস্থিত সকলেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে বলেই মনে করেন। এর পাশাপাশি রেড ওয়াইন–এর তরফ থেকেও অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামটিতে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কম খরচে ক্রেতাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেবে 'জিন্টা ফুড'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে খাবার সরবরাহকারী সংস্থার জনপ্রিয়তা বাড়ছে দিনে দিনে মধ্যরাত হোক বা ভরদুপুর যে কোনো সময় খাবার পৌঁছে দিতে পারে খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই দেশে একাধিক সংস্থা এই ব্যবসায় তাদের হাত পাকিয়েছে। তাই জিন্টা গ্রাহকদের জন্য বাজারে নিয়ে এল তাদের নতুন পরিষেবা 'জিন্টা ফুড'। যার মাধ্যমে গ্রাহকরা খুব সহজেই তাদের পছন্দের খাবার পেয়ে যাবে খুবই অল্প দামে। এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার লক্ষ্মণ জয়সওয়াল জানান, এই নতুন অ্যাপটির মাধ্যমে পছন্দমত সুস্বাধু খাবার কম দামে কম সময়ের মধ্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাবে খুব সহজেই। অ্যাপটি অ্যানড্রয়েড প্লে স্টোর, আপেল স্টোর এবং জিন্টার ওয়েবসাইটে (www.gintaa.com) উপলব্ধ।

গাফিলতির জন্য কেইআইআইপি থেকে সব ইঞ্জিনিয়ার সরানো হবে : মেয়র

বরুণ মণ্ডল

চলতি বর্ষায় কলকাতায় কী এমন বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ১ আগস্ট মঙ্গলবার এক রাতের বৃষ্টিতে হাঁটু সমান থইথই জল বেহালা পূর্বের ১৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষের ওয়ার্ড ১২৩ নম্বরের মতিলাল গুপ্ত রোডের স্টিল ওয়েজ শীতলা মন্দির হার্ডমেটাল শান্তিমঠ আর পৌরপ্রতিনিধি সোমা চক্রবর্তীর ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের সোদপুর থেকে মুচিপাড়া বৃষ্টির জলে থইথই হওয়ায় স্থানীয় লক্ষ লক্ষ কলকাতাবাসীর যাতায়াতের একমাত্র যান অটো দু' থেকে তিনদিন বন্ধ। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করেছে 'কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পে' স্থানীয় দীর্ঘকালীন যাবৎ নিকাশীর কাজকে। আর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এজন্য কেইআইআইপি'র ইঞ্জিনিয়ারদেরকেই দায়ী করেছেন। ৪ আগস্ট 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে স্থানীয় এক কলকাতাবাসী বলেন, আগে পরিস্থিতি এমন ছিল না। কিন্তু এখন অল্প একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় একহাঁটু জল জমে থাকছে দীর্ঘক্ষণ। মহানাগরিক ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেইআইআইপি'র আধিকারিকের কাছে এই জল জমার কারণ জানতে চান। ওই আধিকারিক সঠিক উত্তর দিতে না পারায় কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ মহানাগরিক বলেন, কেইআইআইপি'তে কনসালটেন্টরা যদি সব কাজ করে। আর ইঞ্জিনিয়ারদের যদি ওখানে কাজই না থাকে। তাহলে ওখানে ইঞ্জিনিয়ার লাগিয়ে কী হবে? ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে, যারা ঘুরে ঘুরে কেইআইআইপি'র কাজ গুলি ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তা দেখবে। কারণ, একসময় কেইআইআইপি চলে যাবে। কনসালটেন্টও চলে যাবে। যেটা ক্রিয়েট হল সেই অ্যাসেটটা তা তো কলকাতা পৌরসংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা দেখবে। সেজন্যই ইঞ্জিনিয়াররা এখন থেকেই ওইসব অ্যাসেটগুলি ভালো করে দেখে নেবে। অ্যাসেটগুলি ঠিক মতো ক্রিকেট হচ্ছে কিনা। সেটাও দেখে নেবে। যদি বসে থাকার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের মাইনে দিতে হয়, তাহলে সে ইঞ্জিনিয়ারদের রেখে লাভটা কী আছে। আমাদের অন্য জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার শর্টেজ আছে। সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পৌর মহাধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন।

সবকাজ কনসালটেন্ট করবে আর আমরা (ইঞ্জিনিয়ার) বসে রয়েছি এসিওয়ালা ঝা–চকচকে অফিসে। এ তো হতে পারে না। হ্যাঁ, কেইআইআইপি কাজটা নিশ্চিতভাবে করছে। একটা অ্যাসেট ক্রিয়েট হচ্ছে কলকাতা পৌর এলাকার মানুষের জন্য। যেটাকে মেনটেন করতে হবে কলকাতা পৌরসংস্থাকে। সেইজন্যই কেএমসি'র ইঞ্জিনিয়াররা ওসব কাজে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুক্ত হবে। আর আমি শ্রাবণের বৃষ্টির জল গায়ে লাগাবো না। জ্যৈষ্ঠের চড়া রোদ গায়ে লাগাবো না। এটা হতে পারে না। এটা তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নয়। ইঞ্জিনিয়ার জলে ভিজবে। রোদে পুড়বে। প্রজেক্টের কাজ করবে। তবেই তো সে ইঞ্জিনিয়ার। এসিতে বসে থাকলে তো সে আইটি ইঞ্জিনিয়ার হবে। সে তবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হবে কী করে? মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবে কী করে? মেয়র যদি এসিতে বসে থাকে, তবে কী মেয়রগিরি করা যাবে? তাকে তো রাস্তায় দৌড়তে হবে। জল জমলে, আগুন লাগলে, ডেঙ্গুর লার্ভা অভিযানে দৌড়তে হবে। আমফানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে হবে। তবেই তো সে মেয়র। সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিও তা–ই।

ছবি : অভিজিৎ কর

বর্ষার মরশুমে বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার হিসাব কলকাতা জুড়ে এমন দু'হাজার বাড়ি আছে, এই বর্ষার মরশুমে তাদের অবস্থা ভয়ঙ্কর থেকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ৯ আগস্ট কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে দু'টি ঘটনায় কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের আধিকারিকদের চিন্তা বেড়েছে, আগামী দিনে আবার কোনটা ভাঙে। বিল্ডিং দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল উজ্জ্বল কুমার সরকার জানিয়েছেন, এইসব বাড়ি গুলি বহুকাল ধরে কোনও রকম মেরামত করা হয়নি। কোথাও বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার দ্বন্দ্বের জন্য সারাইয়ের কাজ থমকে। কিছু বাড়ি আছে, যা রাস্তার একেবারেই ওপরে। নিচ দিয়ে অসংখ্য পথচারী নিয়মিত যাতায়াত করেন।

গত একবছরে এমন অতি বিপজ্জনক প্রায় ৪০০ বাড়ি কলকাতা পৌরসংস্থা ভেঙে দিয়েছে। কোথাও আবার রাস্তার ধারের ঝুলন্ত বিপজ্জনক বারান্দা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তবে মুশকিল হল অনেক বাড়ি তালাবন্ধ। মালিককে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর তার ফলে সেখানে বাড়িভাঙা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মৌসুমী দাস জানিয়েছেন, বিপজ্জনক বাড়ির মালিকগুলির অধিকাংশই বিদেশে থাকেন। আর রাস্তার ধারের বিপজ্জনক বাড়ি গুলি নিয়ে চিন্তা একটু বেশি। কারণ তাতে নিরপরাধ মানুষের হয় মৃত্যু, নয় তো আহত হন। বা ওই বাড়ির নিচে যে দোকানগুলি আছে, তাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আবার শুধুই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নয়, বিপজ্জনক এই বাড়ি গুলি নোংরার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় থাকে। ফলে সেখানে ডেঙ্গু মশার আঁতুরঘর তৈরি হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও বাড়ির মালিকে পাওয়া না গেলে স্থানীয় থানার সাহায্য বন্ধ বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হবে ডেঙ্গুর লার্ভার সর্বনাশ করতে।

লেন্স বার্তা

গাফিলতি : বিগত ছ'বছর আগে মোট ২৭টি বড়ো মাপের কোষসহ সৌরবিদ্যুৎ পোস্ট বসানো হয়, ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সরসুনা কলেজ লাগোয়া ছ'বিঘা খেলার মাঠের পাশে। কিন্তু কোভিডের পর থেকে এগুলি আর জ্বলে না। সূত্র মারফত জানা যায়, নির্মাণকারী কোম্পানি রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দফতর থেকে আজও নির্মাণ ব্যয় ও পরিচর্যার ব্যয় পায়নি। উত্তর কলকাতার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেও একই অবস্থা হয়েছে।

তথ্য : বরুণ মণ্ডল, ছবি : অরুণ লোধ।

ভয়ঙ্কর : উত্তর কলকাতাস্থিত ভারত সরকারের 'কোল ইন্ডিয়া কমপ্লেক্স' চত্বরে (কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নম্বর : ১৩) ডেঙ্গুর মশার আঁতুরঘর সৃষ্টি হয়েছে পরিত্যক্ত এই মারুতি ভ্যানে ও খোলা জায়গায় গাদা করে রাখা বাতিল টায়ারে।

তথ্য : বরুণ মণ্ডল

রাস্তার ধারে থাকা ভবঘুরে ও উদ্বাস্তু ঠেকাতে রাস্তার একপাশে সবুজায়ন হলেও, সায়েন্স সিটি যাওয়ার দিকের রাস্তার অবস্থা শোচনীয়, পার্কসার্কাস চার নম্বর ব্রিজের।

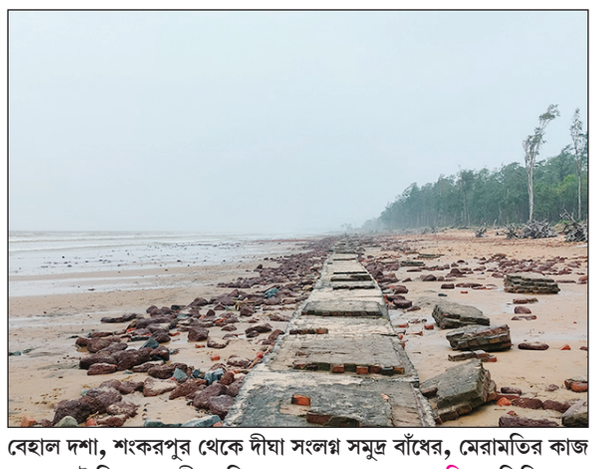

বেহাল দশা, শংকরপুর থেকে দীঘা সংলগ্ন সমুদ্র বাঁধের, মেরামতির কাজ চলছে বটে কিন্তু, খুব ধীর গতিতে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

সগৌরবে ১২৫তম বর্ষে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অর্থাৎ অন্ধকারের থেকে আলোয় উত্তরণ আর শিক্ষার এই আলোকবর্তিকা সযত্নে প্রজ্জ্বলিত ও লালিত করে চলেছে দীর্ঘ ১২৫ বছর ধরে যে বিদ্যালয়, সেই বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের (উঃ মাঃ) গৌরবময় ইতিবৃত্ত রয়েছে এবারের আমাদের শিক্ষাঙ্গণের পাতায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয় বর্তমানে সগৌরবে ১২৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস

বাওয়ালী গ্রামটির মণ্ডল জমিদারদের হাতে পত্তম হয়েছিল। মণ্ডল ভূস্বামীগণ মন্দির অট্টালিকা প্রভৃতি স্থাপত্য নির্মাণের পাশাপাশি সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তাদের অবদান রেখেছিলেন, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাজীর 'ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে বাওয়ালীর জমিদার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেকালে পল্লীগ্রামে গুরুমশাইদের পাঠশালাগুলি ছিল সাধারণত পড়াশুনার একমাত্র ঠাঁই, এগুলি জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত। বাওয়ালীর এমনই একটি পাঠশালাকে ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে মাইনর স্কুলে অর্থাৎ মাইনর ইংলিশ স্কুলের রূপ দেন জমিদার কালীকৃষ্ণ মণ্ডল ও শিবকৃষ্ণ মণ্ডল।

পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুল এ উন্নীত করেন জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কৃষ্ণপ্রসন্ন মণ্ডল ও রাজকিশোর মণ্ডল প্রমুখ কয়েকজন জমিদার। বাওয়ালীর মাইনর স্কুলটি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে অস্থায়ীভাবে সরকারী স্বীকৃতি পাবার পর তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরে রেজিস্টার মিঃ পি. ব্রুইল কর্তৃক ১২ জুন ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতির অনুমোদন পায়। বর্তমান প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুইয়ের মূল্যবান বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে বিদ্যালয়ের সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা দিক।

এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়টির গুরুত্ব ও বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র

প্রধান শিক্ষক শান্তনু বাবু বলেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে এই বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামবাসী তথা সমস্ত অভিভাবক–অভিভাবিকাদের কাছে এই বিদ্যালয় মাতৃসমা। দীর্ঘকাল ধরে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাদের জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা ভাস্বর হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ডঃ অনিল কুমার মণ্ডল, যিনি ভারতীয় বাঙালি চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসাবে আজও সমাজে কাজ করে চলেছেন। এছাড়া আছেন ডাঃ তরুণ কুমার রায়, যিনি প্রখ্যাত দন্ত বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন তিনি। শত কাজের মধ্যেও মাতৃস্বরূপা এই বিদ্যালয়ের উন্নতিতে তাঁর শ্রমদান অসামান্য, এছাড়া অজস্র খ্যাতনামা ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের কাছে অনেকাংশে ঋণী।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রী পাঠরত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (বিজ্ঞান–বাণিজ্য কলা বিভাগ) বিক্রয় ভিত্তিক পাঠক্রমের পাশাপাশি নানা সহজপাঠক্রমিক কার্যাবলী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৃজনশীল কর্ম, ছাত্র–সংসদ, বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি শিক্ষামূলক ভ্রমণ, জাতীয় দিবস উদযাপন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয় যোগদান করে বলেন, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে ছাত্রছাত্রীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের চিন্তা–চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, সৎ মানসিকতাবোধ, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রদায়িকতা, সহমর্মিতাবোধ ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ ঘটানো হল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি

বিবিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির সম্পাদক তরুণ কুমার রায় বলেন, এই গ্রামের প্রায় সকল পরিবারই পুরুষাণুক্রমে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ফলে তিনি আশাবাদী এই মহান কর্মকান্ডে গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসবেন। আগামী বছর ১২৫তম বর্ষ উদযাপন ছাত্রদের জীবনে গর্বের মুহূর্ত, মাইলস্টোন ছুঁতে চলেছে। তিনি বাওয়ালীর সংস্কৃতি ও গরিমার সঙ্গে বাওয়ালীর রথ, গোষ্ঠ মন্দির, ফুটবল, রাজবাড়ির সঙ্গে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকেও স্মরণ করেন। ১২৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত ও সম্ভাব্য একাধিক কর্মসূচির উল্লেখ করেন।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশিষ্টজনেদের সম্বর্ধনা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, অন্তঃ ও আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, অঙ্কন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী, সেমিনার হল, প্রাক্তণী কক্ষ, অভিভাবক কক্ষ, সাংস্কৃতিক চর্চার স্থায়ী মঞ্চ, কমিউনিটি হল, খেলার মাঠ সম্প্রসারণ সহ একাধিক পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার, কর্পোরেট সংস্থা, প্রাক্তন ছাত্র, অর্থ সংগ্রহ ও অনুদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও প্রতিবছর গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া, অর্থ সাহায্য করা, পরিবেশ সচেতনতায় বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি সহ একাধিক সামাজিক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে বসে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ শিক্ষার কৌশলের সার্থক বাস্তবায়ন করা। সর্বশেষে তরুণ রায় মহাশয় আলিপুর বার্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বিদ্যালয় শিক্ষা বিকাশের অন্যতম পীঠস্থান, শিক্ষা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে, সভ্যতার হাত ধরে বাঁচবে সংস্কৃতি, সভ্যতা–সংস্কৃতি বাঁচলে দেশও এগিয়ে যাবে। তাই বিদ্যালয়কে ছাত্রদের আনন্দদায়ক পরিবেশে বেড়ে ওঠার মন্দিরে পরিণত করতে হবে। বিদ্যালয়ে এসে জ্ঞানার্জন করে যাতে প্রকৃত মানুষ হতে পারে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

১২৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের বার্তা

বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুই মহাশয়ের বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনের সার্বিক বিকাশের শিক্ষার কথা বলেন। ইচ্ছুক সমস্ত ব্যক্তিদের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

দেশ–কালের ক্ষুদ্রতাকে ছাপিয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর জগতে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তুলে ধরতে চান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক–শিক্ষিকা–শিক্ষাকর্মী–পরিচালন সমিতি। এজন্য অভিভাবকদের কাছে তাঁর অনুরোধ বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা ও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করা। প্রজাপতির মত শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের নাগরিকত্ব ও বর্তমানের মনুষ্যত্ববোধকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলুক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা সদৃশ মাতৃপ্রতিম এই বিদ্যালয়কে মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে।

মাঙ্গলিকী

সংস্কৃতিক মনন গড়ে বাংলা বলয় বিশ্বজুড়ে

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের নবনির্বাচিত বিশ্বকমিটির প্রথম কলকাতা অধিবেশন

বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের নবনির্বাচিত বিশ্বকমিটির প্রথম কলকাতা অধিবেশন বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের নব নির্বাচিত কমিটির প্রথম কলকাতা অধিবেশন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিগত ৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

আয়োজনে : বাংলা সংস্কৃতি বলয় কলকাতা সংসদ (শাখা) সহযোগিতায় থিয়েটর ট্রাভেলর কলকাতা। করোনা মহামারির অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের বিশ্বকমিটির নির্বাচন পর্ব সাঙ্গ হয়। তারপরে কলকাতায় কলকাতা সংসদ (শাখা) এর অনুষ্ঠান করার নির্দেশিকা ঠিক করা হয়। কিন্তু কোভিড ১৯ এর কারণে কলকাতা শাখা অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যর্থ হয়। তারপরে সমিতির বৈঠকে স্থির হয় ৬ আগস্ট এই সভা অনুষ্ঠিত করতেই হবে আর দেরী করা উচিত হবে না।

এখন প্রশ্ন এই বাংলা সংস্কৃতি বলয় ব্যাপারটা কি? সেটা জানতে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালীদের নিয়ে এবং বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশ তৎসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যথা দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালীর সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ কোটি। অর্থাৎ প্রায় তেত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এই ত্রেতিশ কোটি বাঙালী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালী বিশেষ করে মিডিল ইস্ট। আরব দুনিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশে বসবাসকারী বাঙালী এদের সকলকে এক ছাতার তলায় এনে বাংলা ভাষা, বাংলা কালচার, বাংলা খাবার, বাঙালীর পোষাক আশাক বাঙালীর সঙ্গীত নাটক, নৃত্য ও বিভিন্ন ফোককলা যেমন ছৌ বা ছৌউ, আলকাপ, গম্ভীরা, জারী, সারি ভাওয়াইয়া, চটকা, কবিগান, টুসু, ভাদু, বিষহরা, সৈতপীর, খন, ব-খেলা, পালাটিয়া, রঙ পাঁচালি, খাস পাঁচালি, বোলান, ডোমনি, জাগগান, ময়মনসিং গীতিকা, প্রাচীন-পূর্ববঙ্গ গীতিকা এই সমস্ত লোককথা লোকগান যেখানে লেগে থাকে নোনা মাটির সোদা সোদা গন্ধ। একেবারে মাটির গান যা এক নিমেষে মানুষের মন কেড়ে নেয়। সেই সমস্ত গীত সঙ্গীত পালা যা একান্তভাবে একেবারে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ, তা সমগ্র বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। কবিগুরু যেমন বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে উচ্চসনে বসিয়ে দিয়েছেন, তেমনি আমরা বাঙালীরা যদি একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই তবে আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারবো।

এটাকে মূলধন করে বাংলা সংস্কৃতি বলয় এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ১৯টি দেশের বাঙালীরা যোগাযোগ করেছে ওদেশে ও বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সংসদ বা শাখা খুলতে তারা আগ্রহী। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা চলছে। বর্তমানে সিদ্ধান্ত হয়েছে আনুমানিক ৯৬টি সংসদ বা শাখা বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলা হবে। প্রত্যেকটি শাখায় থাকবে বিভিন্ন সঙ্গীতের নাটকের, আবৃত্তির, নৃত্যের লোকগানের প্রশিক্ষণ পর্ব এবং সেইসঙ্গে থাকবে স্কুল ও মঞ্চ। যেখানে তারা তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন করতে পারবে। এবারে মূল অনুষ্ঠানের কথা বলছি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ড: রতন নন্দী, শুভেন্দু মাইতি, কাজল অধিকারী, সেবক ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন দেব, কাজি মহতাব সুমন এবং ত্রিপুরা বাংলাদেশ, আসামের প্রতিনিধিবৃন্দ। অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবকে সম্মানিত করা হয়। প্রত্যেক বক্তাই স্থানীয় সংসদ অর্থাৎ কলকাতা শাখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং এই উদ্যোগের পিছনে সকলকে নিজের তাগিদে দাঁড়াতে আহ্বান জানালেন। ড: রতন নন্দী পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মিডিম স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের ভাবি প্রজন্মকে ভুগতে হবে। যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনো সচেতন না হই। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড: নন্দীর কথায়সহমত পোষণ করে বলেন, এ সমস্যা হয়তো দুনিরোধ্য কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়, একে কাটিয়ে উঠতেই হবে। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি ভাষা দিবসের ২১ফেব্রুয়ারি এবং বরাক উপত্যকার ১২ ইমের শহিদদের কথা স্মরণ করেন। সভাপতি বিভিন্ন ভাবি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন উদ্যোগের কথা প্রকাশ করেন। সুচিছিদ্র নিরবতায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দ করতালি দিয়ে সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ড: কাকলি ধাড়া মণ্ডল। এরপরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিবৃন্দ, ত্রিপুরার কলাকুশলীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষে কলকাতার শিল্পীবৃন্দ একটি ছোটো নাটিকা শৈশবের আকাশ প্রদর্শন করেন। মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। সবশেষে কবি সুধাকর বিজয় সরকারের বিচ্ছেদি গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের বিশ্ব কমিটি তাদের নিজস্ব এনথেম (সঙ্গীতলেখ্য) তৈরি করেছেন। অনুষ্ঠানের প্রথমেই শিল্পীরা উদাও কণ্ঠে পরিবেশন করেন।

পড়াশোনার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালো মানুষ হতে হবে : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নব বারাকপুর : জীবনে চলার পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাতে আকাডেমিক কেরিয়ার তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষ হওয়া সেটাও কিন্তু করতে হবে। বাবা মা শিক্ষালয়ে নিয়ে যাওয়া মানে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রদান নয়। ভালো মানুষ হওয়াও দরকার। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মানুষ হতে হবে। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ছোট বয়স থেকে অঙ্কুরিত হোক, চাইব। কৃতী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আরও উৎসাহ প্রদানে নিউ বারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে গত শনিবার সন্ধ্যায় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে পুর এলাকার কৃতী মেধাবী পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য বার্তা দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সহ সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত কৃতি মেধাবী পড়ুয়াদের সংবর্ধনার পাশাপাশি তাদের মায়েদেরও সন্মানিত করা হয়। মন্ত্রী বলেন, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানে বাবার অনেক ভূমিকা থাকলেও চলার পথে মায়েদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। তিনি হচ্ছেন প্রথম শিক্ষা গুরু। কৃতী পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাদের মায়েদের সংবর্ধনা, এটা সবচেয়ে বড় পাওনা। মায়েদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে দেখলে নিউ বারাকপুর পুরসভা নতুন আঙ্গিকে বিষয়টিকে দেখছে। মায়েদের সঙ্গে গোটা সমাজকে সংবর্ধনা করা হল এদিন। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা সহ পুরো টিমকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, ছোট পুরসভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করে চলেছে। এটা আমার ভালো লাগে। এলাকার বিধায়ক হিসাবে গর্ববোধ করি। নাগরিক পরিষেবা মানে শুধু রাস্তাঘাট, ড্রেন আলো নিকাশি নয়, একটা সম্পূর্ণ নাগরিক তৈরি করা সবচাইতে আগে দরকার। সেই কাজটাই করে চলেছে নিউ বারাকপুর পুরসভা। দমদমের সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় বলেন, মায়েদের স্বার্থ ত্যাগ ছাড়া ছেলে মেয়েরা সফল হতে পারে না। এরজন্য মায়েদের আন্তরিক অভিনন্দন। সদ্য পাশ করা ছেলে মেয়েদের দেখতে হবে নিজেরা কী করতে পারছে। লেখাপড়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সবসময় বই নিয়ে পড়াশোনাটাই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নব বারাকপুর পুরসভার উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস সহ নব বারাকপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধিগণ। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন, প্রতি বছরের মতো এবছর পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষায় ও নিউ বারাকপুরে ২৭০ জন কৃতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের মায়েদের ও সন্মানিত করা হয়। কৃতী বরণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে পড়ুয়াদের ও অভিভাবকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন নব বারাকপুর শহরে ২জন কৃতি ছাত্রকে বিশেষ পুরস্কারে সন্মানিত করা হয়। সর্বভারতীয় স্তরে মাস্টার্স অফ স্ট্যাটাসস্টিকে প্রথম স্থানাধিকারী অরিত্র বিশ্বাস এবং নীটে (ডাক্তারি) সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থানাধিকারী অঙ্কন বিশ্বাসকে বিশেষ ট্রফি দিয়ে সন্মানিত করেন সাংসদ সৌগত রায় এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বই প্রকাশ

মলয় সুর : 'তান্ত্রিক ঐতিহ্যে যোগিনীচর্চা' বাংলার অধ্যয়ন ও গবেষণার জগতে একটি প্রাসঙ্গিক দলিল বলা যেতে পারে। রবিবার ৬ আগস্ট বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে মৃত্তিকা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত প্রাক্তন শিক্ষক অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বই 'তান্ত্রিক ঐতিহ্যে যোগিনী চর্চা'র উদ্বোধন হল। বইটিতে অশোকবাবুর তান্ত্রিক ঐতিহ্যের গবেষণা চর্চার পরিধি অসম, বাংলা, ওড়িশা। এদিন অধ্যাপক শিবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তান্ত্রিকতা একটা পদ্ধতি বা একটা উপাচার মাত্র আর যোগিনী চর্চা হল এক শক্তির আরাধনা করা। যোগিনীচর্চা সম্পর্কে বিশদভাবে বলতে গেলে নারী শক্তির উপর গবেষণা, সাবেকি হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে যে শক্তির ভাণ্ডার হিসাবে মান্যতা দেওয়া হতো সেই শক্তিকে উপলব্ধি করা ও ব্যবহার করার জন্য প্রাচীন ভারতে একশ্রেণির মানুষ বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মতে বা উপাচারে নারী শক্তির আরাধনা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গ স্বামী এঁনারা কিছুটা হলেও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে নারীশক্তির আরাধনা করে এই শক্তির ভাণ্ডারের সন্ধান করতে সামর্থ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আসল তান্ত্রিক ঐতিহ্যের চর্চার ইতিহাস ভারতবর্ষে পুরাতন অসম, বাংলা, ওড়িশার সাথে সাথে কাশ্মীর, কেরল এবং তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অংশে এই চর্চা এককালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। ভারতবর্ষে বহু স্থানে পুরাতত্ত্বে এই প্রকার সন্ধান পাওয়া যায়। অশোকবাবু গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়গুলিকে বইটিতে তুলে ধরেছেন। বইটি প্রকাশ করেছেন কলকাতা কলেজস্ট্রিটের মৃত্তিকা প্রকাশনীর ২৬ বছরের যুবক অঙ্কুর মজুমদার। ২০৫ পাতার বই। ২৫০ টাকা দাম ধার্য হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ, নাট্যকার তাপস মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সেতু পত্রিকার সম্পাদক অমিত কুণ্ডু, প্রাবন্ধিক অতনু কুমার বসু।

মৃণাল আলোকপাতে অজয় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বৃষ্টি হয়ে আমি তোমাকে নিয়ে ভেসে যেতে চাই'। মুখে মুখে ফেরা এই কবিতার লাইনের রচয়িতা কবি অজয় ভট্টাচার্যকে আবারও পাওয়া গেল ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় শিয়ালদহস্থিত কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যখন বৃষ্টি চলছে। তখন ভেতরের মঞ্চে বাংলা চলচ্চিত্র ও মৃণাল সেন' প্রসঙ্গে এক নিজস্বতায় আলোকপাত করছিলেন অজয়বাবু। পরপর বেশ কিছু সাহসী পরিচালনায় মৃণাল সেনের ভূমিকাও তিনি উল্লেখ করেন। দেশে ও বিদেশে সমাদৃত তার জনপ্রিয় কবিতা সোমলতার বৃষ্টি হতে চাই'ও তার সুন্দর লেখনীর জন্য আয়োজক সংস্থা বাংলা শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক-সমন্বয় সমিতি, নন্দিতা বসু মেমোরিয়ালসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মৃণাল সেন স্মৃতি স্মারক সম্মানে অজয়বাবুকে সম্মানিত করা হয়। এদিনের মঞ্চে বিভিন্ন সময় আসন অলংকৃত করেন প্রদীপ বড়াল, মিলন কুমার বোস, সঞ্জিত কুমার দুবে, গোপাল তালুকদার, হাঁটু বাবা, অনুপ কুমার বর্ধন, গোপেশ চন্দ্র রায়, অর্চিতা সেনগুপ্ত, সুশান্ত পালচৌধুরী, অরূপ গুহ সহ বেশ কিছু বিশিষ্টজন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়দের মতো ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণায় ও কৃষ্ণবালা'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ প্রাণ-পায়।

শিল্পী রবীন বরের চিত্রপ্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র শিল্পী রবীন বর তার একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে।

এটি চলবে ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত রোজ সকল ১১ টা থেকে সন্ধে ৭টা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 'স্পিড পেইন্টার' রবীন বর তিনি তাঁর শিল্পকলার মাধ্যমে বহু রেকর্ড গড়েছে যেমন – 'এশিয়ান বুক অফ রেকর্ড', ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ড ও 'জীনিয়্যাস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'। তিনি ৩ মিনিটে ২৩ ফুটের কাগজে ৩০টি স্কেচ করেন একই সাথে দুই হাত দিয়ে এবং দুই হাত ও এক পা দিয়ে ৩-৪ ফুটের তিনটি ক্যানভাসে একই সাথে ৩ মিনিটে স্কেচ করেন, তার এই দুই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সালে ২০১১। দুটি 'ইউনিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়েন।

এবারের প্রদর্শনীর বিষয় পার্সেপশন। রবীন বর তার শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের নানান ইতিবাচক উপলব্ধি গুলিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে ৬০ টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : মলয় সুর : কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও চলচিত্রের নায়ক কিশোরকুমারের ৯৪তম জন্মদিন ৪ আগস্ট সারা দেশে পালিত হল। প্রসঙ্গত হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশের লক্ষ্মীঘাট এলাকায় সঙ্গীতপ্রিয় সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কিশোরকুমারের জন্মদিন পালন হল। উল্লেখ্য, কলকাতায় প্রয়াত ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অনুরোধে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গণে 'হোপ ৮৬' সঙ্গীত অনুষ্ঠানে কিশোরকুমার এসেছিলেন। সেই সময় সোমনাথবাবু তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হয়। ১৯২৯ সালের ৪ আগস্ট কিশোরদা জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৩ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে প্রয়াত হন। তাঁর জীবনের শেষ গান 'ওয়াক্ত কি আওয়াজ' সিনেমাতে আশা

ভোঁসলের সাথে। শ্রীদেবী ও মিঠুন চক্রবর্তীর লিপে 'গুরু গুরু আ যাও গুরু'। উনি আটবার ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, কন্নড় ভাষায় গান গেয়েছেন। এখনও অনেক গান অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সোমনাথবাবুর বাড়িতে কিশোরকুমারের গানের লং প্লেয়িং রেকর্ড, সিডি, ক্যাসেটের বিরাট মিউজিয়াম রয়েছে। এছাড়া তাঁর অভিনীত সমস্ত ভিসিডি বা ডিভিডি সংগ্রহে আছে। উনি বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় ৯০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রথম বিবাহ করেন রুমা গুহঠাকুরতাকে। তাদের পুত্র বিখ্যাত গায়ক অমিতকুমার। দ্বিতীয় স্ত্রী মধুবালা। তারপর বিয়ে করেন যোগীতাবালিকে। এরপরের স্ত্রী লীনা চন্দ্রভারকার তাদের পুত্র সুমিতকুমার। এদিন সোমনাথবাবুর ছেলে সুনাভ সারাদিন কীবোর্ডে কিশোরকুমারের গান বাজান। কেক কেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিনটিকে বিশেষভাবে বাঙালির মনে স্মরণ করা হয়। উত্তর অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত কিশোরকণ্ঠী উজ্জ্বল মুখার্জী গান পরিবেশন করে সকলকে আবেগপ্রবণ করেন।

কবি গুরুর মৃত্যু দিবস পালন করা হল বারুইপুরে মঙ্গলবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : মঙ্গলবার ছিল বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুর মৃত্যু দিন। আর এই দিনটিকে যতাযত ভাবে পালন করা হল বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক দপ্তরে। ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে/অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কবিগুরুর প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'স্মরণ : বাইশে শ্রাবণ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক শুভম চক্রবর্তীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নৃত্য, গীতি আলেখ্য,সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়।

ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কবি প্রণাম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নববারাকপুর: ঊর্মিলা ফাউন্ডেশন সারা বছর বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং মহান মনীষীদের জন্ম এবং মৃত্যুদিন যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করে থাকে। সেরকমই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ২২ শে শ্রাবণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম মহাপ্রয়াণ দিবস।

এই দিনে ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় সংস্থার নিজস্ব ভবনে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয় তাঁরই লেখা কবিতা, সঙ্গীত এবং নৃত্যের মধ্য দিয়ে।

ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শিখা সরকার মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আবৃত্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই দিন শিক্ষিকা কল্পনা দাস সহ তিনজন গুণী সমাজকর্মীদের ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের স্থায়ী সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশু শিল্পীর হাতে ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসাবে শিক্ষণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক অলোক আচার্য, রানাজী বসু, পথিক মণ্ডল সহ বিশিষ্ট জনেরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ঊর্মিলা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শিখা সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত সহ যোদ্ধা সদস্যরা অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। ঊর্মিলা ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেঘবালিকার শিল্পী বৃন্দ উদ্বোধনী সঙ্গীতসহ রবি ঠাকুরের অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সংস্থার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। সংস্থা পরিচালিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কর্ণধার শিখা সরকার বলেন, আগামী দিনে সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় দুঃস্থ মানুষদের সহযোগিতার হাত যেভাবে তারা বাড়িয়ে চলেছেন সেভাবে তারা আরো বৃহত্তর ভাবে সহযোগিতা করে যেতে চান।

মোবাইল ছেড়ে টানা আড্ডার আসর হুগলির বকুলতলা ঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকৃতির কোলে গঙ্গার পাড়ে চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের আড্ডার শুরুর দিনেই বসেছিল চাঁদের হাট। হুগলির বকুলতলা ঘাট সংলগ্ন পার্কে রবিবারের সন্ধ্যার আলো আঁধারী লগ্নে আড্ডায় শামিল হলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন। ইঞ্জিনিয়ার থেকে ব্যাঙ্ক কর্মী, প্রশাসনিক দপ্তরের অধীনস্থ কর্মচারী থেকে শিল্প- সাহিত্য প্রেমী মানুষ, যারা নিজস্ব কাজের জগতের বাইরে বর্তমান সমাজের অবক্ষয় নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। সেই সমস্ত মানুষজনকে খুঁজে খুঁজে একটি ছাতার নীচে আনার কাজটি প্রকৃত অর্থেই সহজসাধ্য নয়, সে কথা বলার অপেক্ষায় রাখে না, সেই সব সংবেদনশীল মানুষজনকে ঘাটের আড্ডায় একত্রিত করলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। ক্যানভাসে রং ছাড়া রঙিন ছবি তৈরি করাই যাঁর নেশা, সেই নেশার সাথে বর্তমানে মিশিয়ে দিয়েছেন গঙ্গার ঘাটের ইতিহাস খুঁজে বেড়ানো। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারে আমাদের মন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে উঠছে। মূল্যবোধ হারিয়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রায় সকলেই একটা অবক্ষয়ের শিকার। এরই মাঝে খানিকটা সময় একটা আত্মিকভাবে একসাথে থাকার অনুভূতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টায় গত রবিবার ৬ অগাষ্ট বসেছিল এই আড্ডা।

একদিকে সেদিন ছিল বন্ধুত্ব দিবস, অপরদিকে হিরোশিমা দিবস। আড্ডার শুরুতেই হিরোশিমা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা

হয়। পরে এই দিবসটি নিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক আব্দুল গফফার। উপস্থিত ছিলেন নাট্য অভিনেতা অমল চক্রবর্তী, রাজর্ষি সেনগুপ্ত সহ হাওড়া ও দমদম থকে আসা বেশ কিছু সংবেদনশীল মানুষজন।

উপস্থিত সকলের হাতে প্রণব শীল তুলে দিলেন গাছের বীজ ও কাগজ দিয়ে তৈরি কলম। এই প্রসঙ্গে কোলাজ সম্রাট তপন সাহা জানান, কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে মাটিতে ফেলে দিলেই এই কলমের ভেতরে থাকা বীজ থেকে জন্মাবে গাছ, একদিন সেই গাছ পরিণত হবে বড় বৃক্ষে, আর তার তলায় শান্তিতে ছায়া পাবে, আড্ডা দেবে একদল ক্লান্ত মানুষ। প্রতি রবিবার বকুলতলা ঘাটের এই জমায়েত থেকে আমরা চ্যাটে ভাটা আর আড্ডায় জোয়ার আনতে চাই, ফিরে পেতে চাই একসাথে থাকার অনুভূতি। সেই সাথে অভিভাবকদের বোঝাতে চাই শিশুটির হাতে মোবাইল না দিয়ে বরং তুলে দিক রং-পেন্সিল, কাগজ, ছড়ার বই।

আঁতস কাঁচে

আন্তঃজেলা ফুটবল

পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে শুরু হল পুরুষদের আন্তঃজেলা সাব জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। রাজ্যের ২২টি জেলারই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও বিশেষ কারণবশত দুই দিন আগে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন দার্জিলিং, যার ফলে ২১টি জেলাকে নিয়েই আয়োজিত হয়েছে এই নক আউট প্রতিযোগিতা। মোট চারটি ভেন্যুতে (মেদিনীপুর, চন্দননগর, মালদা ও জলপাইগুড়ি) প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।

বাংলার স্কোয়াড

বাংলা দল প্রথম মাঠে নামবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে। ১৬ অক্টোবর থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। তার প্রায় মাস দুয়েক আগেই এই মরশুমের জন্য টি-টোয়েন্টি দল বেছে নিল বাংলা। পুদুচেরিতে ১৯ অগস্ট থেকে প্রস্তুতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলার কথা রয়েছে বাংলা দলের। তার আগে বুধবার প্রাথমিক ভাবে টি-টোয়েন্টির জন্য ২৫ সদস্যের দল বেছে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ায় ২৫ জনের দলে নেই মুকেশ কুমারও। অনুষ্টুপ মজুমদার ও শাহবাজ আহমেদকেও বাদ দেওয়া হয় এই দল থেকে। মনোজ তিওয়ারি অবসর ভেঙে ফের ক্রিকেটে ফিরলেও, ২৫ জনের টি-টোয়েন্টি দলে তিনি সুযোগ পাননি।

ইস্টবেঙ্গলের জয়

কলকাতা লিগে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবকে নিয়ে ছেলেখেলা করল ইস্টবেঙ্গল। জিতল ২-০ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোল করেন আমন সিকে। দ্বিতীয় গোল করেন নিশু কুমার। তবে ইস্টবেঙ্গলের গোলের সংখ্যা ১০-ও হতে পারত। অসংখ্য গোলের সুযোগ নষ্ট করেন লাল হলুদ ফুটবলাররা। ইস্টবেঙ্গলের বল পজেশন ৬৫ শতাংশ। রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বল পজেশন ৩৫ শতাংশ। গোলে ইস্টবেঙ্গলের শট ২১। রেলওয়ের গোলে শট চারটি। ইস্টবেঙ্গলের গোলমুখী শট ১০। রেলওয়ের গোলমুখী শট এক। ইস্টবেঙ্গল ১১টি ফাউল করেছে। দুটি ফাউল করেছে রেল। দুই দলের দু'জন করে খেলোয়াড় হলুদ কার্ড দেখছেন।

হকিতে পাক বধ

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত গ্রুপ ম্যাচে পাকিস্তানকে ৪-০ গোলে হারাল ভারতীয় হকি দল। চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ভারতের হয়ে হরমনপ্রীত সিং দুটি এবং জুগরাজ ও আকাশদীপ একটি করে গোল করে।

উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

১৬ আগস্ট বিকেল ৪টেয় মহমেডানের নবনির্মিত ক্লাবতাঁবু উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেদের মাঠে কলকাতা লিগের ম্যাচে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে (এফসিআই) ৩-১ গোলে হারাল সাদা কালো ব্রিগেড। তারমধ্যে জোড়া গোল আত্মঘাতী।

জিতল মোহনবাগান

কলকাতা লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। গোল করেন নাওরেম এবং সুহেল ভাট। দুটোই দৃষ্টিনন্দন গোল। ঘরোয়া লিগে নিজের অষ্টম গোল তুলে নেন কাশ্মীরের স্ট্রাইকার।

মারডেকার সূচি

প্রকাশ পেল ঐতিহ্যবাহী মারডেকা কাপের সূচি। ভারত এবং আয়োজক মালয়েশিয়া ছাড়া মারডেকা কাপে খেলবে লেবানন ও প্যালেস্তাইন। টুর্নামেন্টটি খেলা হবে নক-আউট ফরম্যাটে। প্রতিযোগিতার সবকয়েকটি ম্যাচই খেলা হবে মালয়েশিয়ার বুকিট জলিল জাতীয় স্টেডিয়ামে। ভারতীয় সিনিয়র ফুটবল দল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৩ অক্টোবর।

কালীপুজোর দিন ইডেনে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান ম্যাচ ১দিন এগোল

সুমনা মণ্ডল

কালীপুজোর দিনই ইডেনে ম্যাচ। সূচি অনেকদিন আগে ঘোষণা হলেও, এতদিনে যেন টনক নড়ে সিএবি কর্তাদের। তাই সময় নষ্ট না করেই বিসিসিআইয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সিএবি। সেই অনুরোধ রাখাও হয়েছে। সংশোধিত সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। ১২ নভেম্বর কালীপুজো, ওই দিনই আবার ইডেনে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের খেলা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই, এই ম্যাচে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই কারণে বিসিসিআইয়ের কাছে স্নেহাশিস অনুরোধ করেছিলেন সেই ম্যাচের দিন পরিবর্তন করার। তাই সেই ম্যাচ একদিন আগে হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ১১ নভেম্বর হবে ইডেনে দিন-রাতের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান। ১২ নভেম্বর ডাবল হেডারে পুনেতে অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ খেলা ছিল। সেই খেলা হবে ১১ নভেম্বর। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ভারতের খেলাটি বেঙ্গালুরুতে ১১ নভেম্বর হওয়ার কথা ছিল। সেই ম্যাচটি হবে কালীপুজোর দিন, অর্থা ১২ নভেম্বর। এই সপ্তাহেই আইসিসির প্রতিনিধি দল ঘুরে দেখল ইডেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা ইডেন পরিদর্শনে ছিলেন আইসিসি প্রতিনিধিরা। খুঁটিয়ে দেখেন সব কিছুই। এদিন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আইসিসি আমাদের কাজের অগ্রগতিতে খুশি ছিল। তারা স্টেডিয়ামের প্রতিটি কোণ পরিদর্শন করেছে। সংস্কারের কাজ নিয়ে প্রশংসা করেছে। তারা নতুন খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম, হসপিটালিটি বক্স, কর্পোরেট বক্স ও কাজ শেষ হওয়া পরিকাঠামো নিয়েও খুশি।' এরপর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয়বার ইডেনে পরিদর্শনে আসবেন আইসিসি প্রতিনিধিরা বলে জানান স্নেহাশিস। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের সময়সীমার আগেই কাজ শেষ করার বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী। নতুন চেহারার ইডেন গার্ডেন্স অবশ্যই দেখার মতো হবে। শুধু তাই নয়, এবার আমরা ভাল আতিথেয়তার জন্য খাবারের কাউন্টার রাখার দিকেও নজর রাখছি। সব নিয়ে এটা একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে যারা ইভেন্টের অংশ হবেন।' এছাড়াও সিএবি সভাপতি জানান, স্টেডিয়ামের প্রধান ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড একটা নতুন চেহারা পাবে। দ্বিতীয় ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডও মাঠে থাকবে। খাবারের ব্যবস্থাও আরও ভাল হবে বলে জানান তিনি।

মহেশতলায় সেন সি সুইমিং পুলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ জুলাই দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা পৌরসভা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জলকলের শ্রীমা প্রজেক্টে প্রখ্যাত সাঁতারু বুলা চৌধুরী সেনসি সুইমিং পুলের উদ্বোধন করলেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। সেন সি মারক্যান টাইল প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার কাপ্তেন স্নেহাশিস দাস তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ২৫ বছর ধরে তাদের সংস্থা নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সাই অনুমোদিত প্রশিক্ষণ দ্বারা লাইফগার্ড সুবিধা সহ শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পৌরপিতা শুভাশিস দাস বলেন, এদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে প্রশিক্ষণের ফি কমালে ভালো হয়। তাঁর এই কথায় সংস্থার কর্ণধার ১০০ টাকা ফি কমিয়ে দেন।' বুলা চৌধুরী বলেন, দক্ষিণ শহরতলিতে এইরকম অত্যাধুনিক সুইমিং পুল আগে ছিলনা। এটা খুব ভালো উদ্যোগ।

দুর্গাপুজোয় শহরে আছেন বিশ্বকাপজয়ী ডি মারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজোয় কলকাতার খেলাপ্রেমীদের জোড়া আনন্দ। একেই সেইসময় বিশ্বকাপ চলবে। এরওপর আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপজয়ী আরেক ফুটবলারের আগমনবার্তা। দুর্গাপুজোয় কলকাতায় ২ দিন কাটাবেন আঞ্জেল ডি মারিয়া। মহাষষ্ঠী ২০ অক্টোবর। মধ্যরাত পেরিয়ে সপ্তমীর সকালের আগেই দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পদার্পণ করছেন ডি মারিয়া। সপ্তমী ও অষ্টমী শহরেই থাকছেন তিনি। ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ফুটবলপ্রেমীরা। লিওনেল মেসির আর্জেন্তিনা যখন ২০১১ সালে কলকাতায় এসেছিল ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডলি খেলতে সেই দলে ছিলেন ডি মারিয়াও। এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় জানা গিয়েছিল, শতদ্রু দত্ত মেসিকে ফের আনবেন কলকাতায়। পুজোর সময় মেসিকে আনার পরিকল্পনা থাকলেও মনে করা হচ্ছে যেহেতু সেই সময় ইন্টার মায়ামির খেলা থাকবে সেটাই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এর আগে পেলে, দিয়েগো মারাদোনা, দুঙ্গা, কাফু, ভালদেরামার মতো বিশ্বকাপারদের কলকাতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ ডি মারিয়া বিশ্বকাপের দলে ছিলেন তা-ই নয়, ২০২১ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে তিনি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনার হয়ে জয়সূচক গোলটিও করেছিলেন। বিশ্বকাপ ফাইনালেও তাঁর পা থেকে এসেছে গোল। এখনও অবধি কলকাতায় ডি মারিয়ার পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়নি। কয়েকটি পুজো প্যান্ডেলে ডি মারিয়াকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে পুলিশের অনুমতির উপর। কলকাতায় কাটিয়ে ডি মারিয়ার বাংলাদেশে যাওয়ার কথা রয়েছে। আর্জেন্তিনার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ডি মারিয়া ২০০৮ সাল থেকে আর্জেন্তিনার হয়ে খেলছেন। ১৩২ ম্যাচে ২৯টি গোল করেছেন। জুভেন্তাস থেকে ডি মারিয়া এখন বেনফিকায় গিয়েছেন। মেসির পাশাপাশি তিনি নেইমারের সঙ্গেও খেলেছেন। ২০১৫ থেকে ২০২২ অবধি ডি মারিয়া পিএসজিতে খেলেছেন। ২০০৭ থেকে ২০১০ অবধি ছিলেন বেনফিকায়, ফের সেই ক্লাবে ফিরেছেন। রিয়াল মাদ্রিদে চার বছর (২০১০ থেকে ২০১৪) ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে (২০১৪ থেকে ২০১৫) তিনি এক বছর খেলেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২২টি, পিএসজির হয়ে ৫৬টি গোল রয়েছে ৩৫ বছরের ডি মারিয়ার। সিনিয়র কেরিয়ার শুরু রোসারিও সেন্ট্রালে (২০০৫ থেকে ২০০৭)। ২০১১ সালের পর ফের ডি মারিয়া কলকাতায় আসছেন দুর্গাপুজোয়।

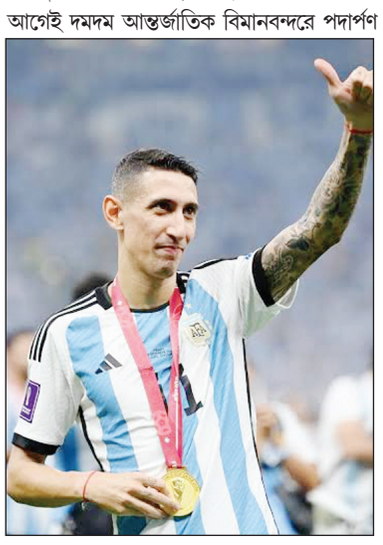

ডুরান্ড চলছে, যুবভারতীতে জায়গাই পেল না রাজ্য অ্যাথলেটিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বসবে ৭১ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট। রাজ্যের কাছে এই মিট এখন বোধহয় দুয়োরানির সমান। মাঠ পাওয়াই সমস্যার। ডুরান্ড কাপ এবং এএফসি কাপের ম্যাচের জন্য এবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় বিকল্প হিসাবে সাই পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রে রাজ্য মিট আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমে সেখানে আয়োজনের ব্যাপারে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সাই কর্তৃপক্ষ বিকেল তিনটের পরে রাজ্য মিট চালানোর অনুমতি দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী সুজিত বসুর হস্তক্ষেপে এই সমস্যা মিটতে চলেছে। ১৩ আগস্টে শুরু হয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স। যা চলবে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত। ৩৫টি অনুমোদিত সংস্থার ১২০০ জন অ্যাথলিট এ বছর রাজ্য মিটে অংশ নিচ্ছেন। যা গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ২১৮টি ইভেন্টে তাঁরা পদক যুদ্ধে নামবেন। এবছর নতুন দুটো বিভাগ যুক্ত হতে চলেছে। অনূর্ধ্ব ২৩ এবং ডেকাথেলন এবছরই রাজ্য মিটে দেখা যাবে । রাজ্য সংস্থা ডেকাথেলন রাজ্য

মিটে শুরু করলেও তার প্রতিযোগী সংখ্যা কতজন হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স ফের পুরনো ছন্দে ফিরছে । আর তাতেই আশায় বুক বাঁধছেন সেরা প্রতিভাবান অ্যাথলিটরা। জাতীয় শিবিরে থাকার জন্য লিলি দাসের মত অ্যাথলিটরা অংশ নিচ্ছেন না। রাজ্য সংস্থার সচিব কমল মৈত্র বলেন, রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট রাজ্যের মধ্যে সেরা হওয়ার সেরা মঞ্চ। সারা বছর এর জন্য অ্যাথলিটরা অপেক্ষায় থাকেন। এবছর আমরা পুরনো ছন্দে করতে পারব বলে আশা করছি। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়েছে। দুটো নতুন বিভাগ শুরু হচ্ছে। জাতীয় স্তরের অ্যাথলিটরা অংশ নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ওরা জাতীয় শিবিরে রয়েছে। যারা নামবেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান এবং বেশিরভাগেরই বয়সভিত্তিক জাতীয় স্তরে সাফল্য রয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন প্রতিভাদের দেখা যাবে।' তবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য মিট না হওয়া নিয়ে অ্যাথলিট মহলে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। শুধু অ্যাথলিটরাই নন, ক্রীড়ামহলেও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। কারণ বছরে গোটা তিরিশেক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন ছাড়া যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সেভাবে ব্যবহারই হয় না বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা। অ্যাথলিটরা মাঠের পাশের সিন্থেটিক ট্র্যাক ব্যবহার করার সুযোগ পান না। যদিও এই অভিযোগ নস্যা করেছেন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সচিব কমল মৈত্র। তাঁর কথায়, এই অভিযোগ সঠিক নয়। ফুটবলের কথা বলতে পারব না। ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত কয়েকমাস ধরেই অ্যাথলিটরা দু'বেলা প্র্যাকটিস করতে পারছেন। যারা ওখানে প্র্যাকটিস করবেন তাদের রাজ্য সংস্থার অনুমোদন লাগবে। সেইভাবেই ক্রীড়ামন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দেওয়ার অধিকার দিতে বলেছে বলে আমি তো পাড়ার অ্যাথলিটদের নামতে দিতে পারি না। রাজ্য মিটে ভালো ফল করা কিংবা জাতীয় স্তরে সাফল্য পাওয়া অ্যাথলিটদের জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সারাবছরই খোলা। দু'বেলা প্র্যাকটিস করতে পারবে তারা।'

পাঁচদিনের মধ্যেই অবসর ভেঙে মাঠে ফিরলেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের তামিম ইকবালকে মনে করালেন মনোজ তিওয়ারি। পাঁচদিনের মধ্যে অবসর ভেঙে আবার ক্রিকেটে ফিরলেন মন্ত্রী ক্রিকেটার। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলিকে পাশে বসিয়ে অবসর ভাঙার কথা ঘোষণা করেন মনোজ। উপস্থিত ছিলেন সিএবি সচিব নরেশ ওঝাও। মনোজ জানান, বাংলার হয়ে আরও এক মরশুম লাল বলের ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রঞ্জি জিতে অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন বাংলার অধিনায়ক। মনোজ বলেন, 'আমি হঠাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি স্বার্থপরের মতো নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিই। আমার এই সিদ্ধান্ত হয়তো আমার পরিবার, সতীর্থ এবং ফ্যানদের দুঃখ দিয়েছে। সোশাল

মিডিয়ায় অবসর ঘোষণা করায় পর স্ত্রীর বকুনি খাই। তারপর আমি স্নেহাশিস দার সঙ্গে কথা বলি। উনি আমাকে বাংলার হয়ে আরও একবছর খেলার জন্য রাজি করান। সিএবির থেকে পাওয়া ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ভোলার নয়। বাংলার ক্রিকেট সংস্থা প্লেয়ারদের জন্য অনেক কিছু করে। আমি ফ্যান এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। পরের মরসুমে আমি নিজের সেরাটা দেব এবং বাংলাকে সাফল্য এনে দেব।'

সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি বলেন, 'আমি মনোজের অবসরের সিদ্ধান্তে খুবই অবাক হয়েছিলাম। আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলি, প্রায় দুই দশক বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পর এইভাবে অবসরের প্রক্রিয়া সঠিক নয়। ওর মতো একজন ক্রিকেটার এবং নেতার ক্রিকেট মাঠেই অবসর নেওয়া উচিত, এভাবে না। বাংলার ক্রিকেটে ওর অবদান প্রচুর। তাই ওর স্পেশাল ফেয়ারওয়েল প্রাপ্য।' মাত্র পাঁচদিন আগেই অবসর ঘোষণা করেছিলেন মনোজ। সোশাল মিডিয়ায় লম্বা বার্তায় জানিয়েছিলেন, ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ইনস্টাগ্রামের পোস্টের মাধ্যমে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু সিএবি কর্তা থেকে তাঁর বাংলা দলের সতীর্থ, কেউই অবসরের বিষয়টি জানত না। তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই নিজে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন মনোজ। তাই শেষপর্যন্ত সিএবি সভাপতির অনুরোধে অবসর ভেঙে আবার ক্রিকেটে ফিরলেন ৩৭ বছরের ক্রিকেটার। এর আগে একাধিকবার বাংলার বহু যুদ্ধের নায়ক জানিয়েছিলেন, রঞ্জি জিতে অবসর নিতে চান। এবার সেই সুযোগও ছিল। কিন্তু ইডেনে রঞ্জি ফাইনালে সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে যায় বাংলা। তাই সবাই ধরেই নিয়েছিল এবছরও বাংলার জার্সিতে দেখা যাবে মনোজকে। কিন্তু আচমকা অবসর ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দেন। শেষপর্যন্ত রঞ্জি জেতার আরও একটি হাতছানি থাকবে মন্ত্রী ক্রিকেটারের সামনে।

শিল্পাঞ্চলে নতুন অ্যাথলিট তৈরির হলেও, বন্ধ হয়ে গেছে ফুটবলের সাপ্লাই লাইন

◆ একসময় বাংলার খেলাধুলোয় অন্যতম নাম ছিল দুর্গাপুর। সব খেলারই যেন আঁতুরঘর ছিল শিল্পাঞ্চল। একসময় এই শহরে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ছিল জনপ্রিয়। ছিল একাধিক কোচিং ক্যাম্প। যেখানে সকাল সন্ধে তৈরি হত নতুন নতুন ছেলেমেয়ে। দেশের হয়ে সুনাম আনতে দুর্গাপুর থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। এই শহরের বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্পে অনুশীলন করে রাজ্য ও দেশের জন্য পদক নিয়ে এসেছিল বহু অ্যাথলিট। কিন্তু গত শতাব্দীর আট ও নয়ের দশকে প্রতিভার অভাবেই হোক কিংবা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণেই হোক, হঠাৎই যেন ভাটা পড়ে। অনীহা দেখা যায় খেলার মাঠে তরুণ-কিশোরদের আনাগোনা। তাই দক্ষ ক্রীড়াবিদও আর উঠে আসছিল না এই শহর থেকে। প্রবীণদের তা ভাল লাগেনি। টিমটিম করে জ্বলতে থাকা অ্যাথলিটকে দুর্গাপুরে নতুন করে উৎসাহিত করতে নতুন করে তৈরি হয় স্পোর্টস ক্যাম্প। তাতে আধুনিকতার ছোঁয়াও থাকে। এই শতকের শুরু থেকেই শহর জুড়ে গড়ে উঠতে থাকা একের পর এক স্পোর্টস ক্যাম্প বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। ফের যেন পুনরুজ্জীবন পায় দুর্গাপুরের অ্যাথলিট। স্পোর্টস ক্যাম্পগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে প্রতিভাধর অ্যাথলিটরা। এই মুহূর্তে দুর্গাপুর শহরের বুকে গড়ে ওঠা ৪টি স্পোর্টস ক্যাম্পে বিভিন্ন ইভেন্টে অনুশীলন করছেন ২৫০জনের বেশি অ্যাথলিট। এই ৪টি ক্যাম্প হল অ আ ক খ, রাতুরিয়া ক্লাব, দুর্গাপুর বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট মাস্টার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন আর দুর্গাপুর রেস ওয়াকিং ক্লাব। একসময় এই শহরের ছেলে এম গঙ্গাধরণ ১০০, ২০০ আর ৪০০ মিটার দৌড়ে শুধুমাত্র রাজ্য

নয় দেশের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একইরকম ভাবে ১০০ এবং ২০০মিটার দৌড়ে প্রচুর প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতায় পদক ছিনিয়ে এনেছেন মেঘনাদ আঢ্য। ১০০ মিটার দৌড় আর লং জাম্পে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন শ্যামাপদ ভৌমিক আর পুলক বিশ্বাসরা। এই শতকের শুরুর দিকে বেশ কয়েকটি স্পোর্টস ক্যাম্প গড়ে উঠলেও এখান থেকে খুব ভালো ক্রীড়াবিদ বেরিয়ে আসছিল না। ঠিক এই কারণেই ২০০৭ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ইস্পাত নগরীর শিবাজী রোড স্কুল মাঠে রেস ওয়াকিং ক্লাব নামে একটি কোচিং ক্লাব গড়ে তোলেন শহরের এক প্রাক্তন অ্যাথলিট অশোক চক্রবর্তী। তারপর থেকে অশোকবাবুর তত্ত্বাবধানে উঠে আসে কুরুরিয়া ডাঙ্গার দিপু বাউরি, জব্বর পল্লীর ছেলে ফুলচাঁদ রজক, কুরুরিয়া মিলন পল্লীর সমীর মোদি, সেকেন্ডারি রোডের বিল্টু দাস, প্রান্তিকা বস্তির পঙ্কজ মাহাতোর মতো প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা। যারা শুধুমাত্র এলাকার মানুষদের নয়, সমৃদ্ধ করেছেন দেশের মানুষকেও। রেস ওয়াকিং ক্লাবের কোচ অশোক চক্রবর্তী বলেন, এই শহরে প্রতিভার কোনো অভাব নেই, তাঁদের সঙ্গে কিছুটা লেগে থাকলেই তাঁরা দেশকে প্রচুর পদক দিতে পারেন। এই মুহূর্তে আমাদের ক্যাম্পে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। যারা এই মুহূর্তে আমাদের ক্যাম্পে নিবিড় অনুশীলনে ব্যস্ত রয়েছেন সময় এলেই তারা বুঝিয়ে দেবেন দেশের জন্য অনেক অসাধারণ কিছু করবার জন্যই তারা গভীর অনুশীলনে ডুবে আছেন'। শুধু অ্যাথলিট নয়, ফুটবল, ক্রিকেটেও চমক দেখাচ্ছে এখন দুর্গাপুর। করোনা আবহ কাটিয়ে ফের গজিয়ে উঠেছে নানা কোচিং ক্যাম্প। তবে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে দুর্গাপুরের মোহনবাগান সেল ফুটবল একাডেমি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। বকেয়া দিনে দিনে বাড়তে থাকায় একাডেমি বন্ধ করে দিতে হয়। অথচ ২০০২ সালে দুর্গাপুরে ঘটা করে শুরু হয়েছিল মোহনবাগান সেল ফুটবল একাডেমি। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ, শহর থেকে বেছে বেছে ৪০ জন প্রতিভাবান ফুটবলার নিয়ে এখানে একটি ট্রেনিং সেন্টার শুরু হয়। তখনই ইস্পাত নগরীর টেগোর হাউসে ১৭টি ঘর নেওয়া হয়েছিল দুর্গাপুরের ইস্পাত কর্তৃপক্ষের থেকে। তারপর নানান সমস্যার কারণে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যায় এই একাডেমি। এখান থেকেই একাধিক নামি দামি ফুটবলার উঠে এসেছিল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com